

সরলা নন্দী, বি.এ., বি.টি.

(St. Ursula Girls' High School, Nagpur)

ও

প্রফুল্ল নলিনী নন্দী, বি.এ., বি.টি.

(C. E. Z. Mission Girls' School, Bhagalpur)

দাম এক টাকা

দেব-সাহিত্য-কুটীর * ২২।৫বি, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা

প্রকাশক—শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার
দেব-সাহিত্য-কুটীর
২২।৫বি, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা

শুভ ১লা বৈশাখ—১৩৫২

প্রিণ্টার—শ্রীশশধর চক্রবর্ত্তী
কালিকা প্রেস লিঃ
২৫ নং ডি. এল. রায় ষ্ট্রীট, কলিকাতা

অতি আদরের

তুনু ও মনুকে—

পিসিমা ও মা

সূচীপত্র



গোশালায় ঘাসের পাত্রে শায়িত শিশু যীশুখৃষ্ট [পৃষ্ঠা—৫

প্রেমাবতার যীশুখৃষ্ট

খৃষ্টের জন্ম

ভূমধ্যসাগরের পূর্ব্বতীরে যে দেশ, তার নাম প্যালেষ্টাইন্। ইহুদীরা সে দেশের অধিবাসী। পুরাকালে এই দেশটি তিন ভাগে বিভক্ত ছিল ঃ উত্তর অংশের নাম গ্যালিলি, দক্ষিণ অংশের নাম যিহুদা, আর মধ্যাংশের নাম শমরিয়া।

গ্যালিলি প্রদেশের ছোট একটি গ্রামের নাম ন্যাজারথ। প্রায় দু' হাজার বৎসর আগে, সেইখানে এক দরিদ্র দম্পতী বাস করতেন, তাঁদের নাম যোসেফ্ ও মরিয়ম্। খুব উঁচু বংশের হ'লেও তখন আর তাঁদের গৌরব করবার কিছুই ছিল না। কারণ, যোসেফ্ ছুতোর-মিস্ত্রীর কাজ ক'রে, অতি কষ্টে সংসার প্রতিপালন করতেন। দারিদ্র্য যাঁর অঙ্গের ভূষণ, তাঁর কি আর কোন গৌরব করা চলে?

সারা ইউরোপ, এমন কি এশিয়া-মাইনর পর্য্যন্ত তখন রোম-সম্রাটের প্রবল-প্রতাপে থরহরি কম্পমান ছিল! প্যালেষ্টাইন্‌ও তা' হ'তে মুক্ত ছিল না—প্যালেষ্টাইন্‌ও তখন রোম-সাম্রাজ্যের অন্তর্গত।

রোম-সম্রাট্ সীজার অগাষ্টাস্ নিয়ম করেছিলেন, তাঁর বিশাল সাম্রাজ্যের প্রত্যেকটি প্রজার নাম-ধাম ও জাতি রাজ-সরকারের খাতায় লিখিয়ে নিতে হবে। নইলে, সেজন্য শাস্তির বিধান ছিল যথেষ্ট।

ন্যাজারথের অধিবাসীদের নাম লিখিয়ে নেবার জন্য নির্দ্দিষ্ট যে স্থান ছিল, তার নাম বেৎলেহেম্। সম্রাটের আদেশ পালন করবার জন্য যোসেফ্ ও মরিয়ম্ একদিন বেৎলেহেম্ সহরে এসে উপস্থিত হ'লেন।

বেৎলেহেম্, সহর হ'লেও অতি ছোট সহর। অথচ নাম লেখাবার হিড়িকে তখন তা' অসংখ্য লোকজনে পরিপূর্ণ হ'য়ে গম্‌গম্ করছে! এতটুকু ছোট সহরে ঘর-বাড়ী আর কত! তাতে এত লোকের জায়গা হবে কেমন ক'রে? কাজেই কেউ প'ড়ে রইল গাছতলায়, কেউ রইল রাজপথে, কেউ বা মাঠে-ঘাটে, আর আনাচে-কানাচেই বা কত!

যোসেফ্ ও মরিয়ম্‌কেও বড্ড বেশী কষ্টে পড়তে হ'ল;

তাঁর আর কোথাও জায়গা পেলেন না, অগত্যা সহরের বাইরে এক গোয়ালঘরে—কোনরকমে মাথা গুঁজবার একটু জায়গা ক'রে নিলেন।

কিন্তু ঠিক্ তেম্নি সময়ে হ'ল এক অভাবনীয় কাণ্ড! যোসেফ্ ও মরিয়ম্, নিজেরাই যখন মাথা গুঁজবার ঠাঁই পাচ্ছেন না, তেম্নি সময়ে তাঁদের এক পুত্র-সন্তান ভূমিষ্ঠ হ'ল!

কি আর করা যায়! নবজাত পুত্রটিকে তাঁরা তাড়াতাড়ি, সেই গোয়াল-ঘরেই এক ঘাসের পাত্রে ঢেকেঢুকে রেখে দিলেন। এইভাবে—অতি দীনতম গৃহে, হীনতম শয্যায় সেদিন যে শিশুর আবির্ভাব হয়েছিল, তাঁরই জলুশে আজও সারা পৃথিবী উজ্জ্বল হ'য়ে রয়েছে! তিনিই জগদ্বিখ্যাত মহামানব—ধর্ম্মগুরু যীশুখৃষ্ট!

যোসেফ্ ও মরিয়ম্ সেদিন বিদেশ-বিভূঁই এক অখ্যাত গৃহে এই নবজাত শিশু-পুত্রটিকে নিয়ে যে কি মহা-বিপদেই পড়েছিলেন, ভুক্তভোগী না হ'লেও তা' ধারণা করা একেবারেই অসাধ্য নয়।

সুসংবাদ প্রচার

প্যালেষ্টাইনের যিহুদা নামীয় প্রদেশটি পাহাড়-পর্ব্বতে ভরপূর। এখানকার সব জায়গায় ঘাস জন্মায় না। পুরাকালে

তাই মেষপালকেরা তাদের মেষপাল নিয়ে এক স্থান হ'তে আর-এক স্থানে ঘাসের সন্ধানে ঘুরে বেড়াত; তারপর রাত হ'লে কোন উন্মুক্ত প্রান্তরে আগুন জ্বালিয়ে, নেকড়ে বাঘ ও ভালুকের হাত থেকে মেষপাল রক্ষা করত।

একদিন এই রকম একদল মেষপালক শীতের রাতে তাদের মেষপাল রক্ষা করছিল। হঠাৎ আকাশে দেখা গেল এক উজ্জ্বল আলোক! আর তারই মাঝে তারা দেখতে পেল কয়েকজন দেবদূত! মেষপালকেরা দেখলে, দেবদূতরা তাদেরই দিকে নীচে নেমে আসছেন!

এই আশ্চর্য্য ঘটনা দেখে মেষপালকেরা ভয় পেয়ে গেল। দেবদূতরা তাদের মাথার ওপর এগিয়ে এসে বললেন, "তোমরা ভয় ক'র না, আমরা তোমাদের জন্য আনন্দের সংবাদ বয়ে এনেছি। তোমাদের সকলের ত্রাণ-কর্ত্তা যীশুখৃষ্ট আজ বেৎলেহেম্ নগরে জন্মগ্রহণ করেছেন। তোমরা গিয়ে তাঁকে দর্শন ক'রে এস। তিনি সকলকে পাপ হ'তে রক্ষা করবেন। তোমরা যেয়ে দেখতে পাবে, শিশুখৃষ্ট সেইখানে এক গোয়াল-ঘরে ঘাসের পাত্রে শুয়ে আছেন।"

খুব কাছে না হ'লেও মেষপালকেরা দেবদূতদের কথায় তখনই সেই গোশালার উদ্দেশে রওনা হ'ল। সেখানে

গিয়ে দেবদূতদের কথামত শিশুটিকে ঘাসের পাত্রে শায়িত অবস্থায় দেখতে পেল। তাঁর পিতামাতা—যোসেফ্ ও মরিয়ম্ তখন তাঁর পাশেই ব'সে ছিলেন।

মেষপালকেরা যে দেবদূতদের কাছে খবর পেয়ে ত্রাণকর্ত্তা খৃষ্টকে দেখতে ছুটে এসেছে, সেকথা যোসেফ্ ও মরিয়ম্কে তারা বল্‌লে ; তারপর সেই সুন্দর শিশুটিকে দর্শন ক'রে নিজ-নিজ স্থানে তারা ফিরে চ'লে গেল।

চ'লে গেল বটে, কিন্তু এমন একটা আনন্দের খবর তারা চেপে রাখতে পারলে না একেবারেই। পথে যেতে-যেতে যার সঙ্গে দেখা হ'ল, তাকেই তারা সব কিছু বল্‌ল। যারা এই সব ঘটনা শুন্‌ল, তারাও এই মহান্ শিশুর দর্শন-আশায় উৎসুক হ'য়ে উঠল।

এমনই একটা ব্যাপার যে ঘট্‌বে, ইহুদীদের ধর্ম্ম-পুস্তকে সে-রকম কথা অনেক দিন হ'তেই লিখিত ছিল। তাই প'ড়ে ইহুদীরা আশা করছিল যে, কোন একদিন স্বর্গ হ'তে তাদের উদ্ধারের জন্য একজন 'মেসায়া' (Messiah) বা ত্রাণকর্ত্তা তাদের মাঝে এসে দেখা দিবেন। তারা এখন মনে করলে, এতদিনে বুঝি সেই 'মেসায়া' জন্মগ্রহণ করেছেন!

মহা আনন্দে দলে-দলে লোকে খৃষ্টের দর্শন-আশায়

বেৎলেহেমে উপস্থিত হ'ল। তারা সুন্দর শিশুটিকে দেখে খুব আনন্দিত হ'ল বটে, কিন্তু নিরাশ হ'ল বড্ড বেশী। কারণ, তারা সকলেই আশা করেছিল যে, খৃষ্ট নিশ্চয়ই কোন রাজার ছেলে হ'য়ে জন্মগ্রহণ করবেন। কাজেই শিশুটিকে গোয়াল-ঘরে ঘাসের পাত্রে দেখতে পেয়ে মনে-মনে একটু ক্ষুণ্ণই হ'ল।

মরিয়ম্ কিন্তু তাঁর পুত্র সম্বন্ধে সব কিছুই জান্‌তেন। কারণ, শিশুর জন্ম হ'বার আগেই এক দেবদূত এসে ব'লে গিয়েছিলেন, "তোমার উদরে যিনি জন্মগ্রহণ করবেন, তিনি জগতের পাপীদিগকে পাপ হ'তে মুক্ত করবেন। আর তুমি সেই নবজাত শিশুর নাম রেখো 'যীশুখৃষ্ট'।"

সেই কথানুসারে যোসেফ্ ও মরিয়ম্ নবজাত শিশুর নাম-করণ করলেন ;—শিশুর নাম হ'ল 'যীশুখৃষ্ট'।

পূর্ব্বদেশের পণ্ডিতগণ

সমগ্র প্যালেষ্টাইনে যিরুশালেমের স্বর্ণ-মন্দির ইহুদীদের কাছে সবচেয়ে বেশী পবিত্র। তার সৌন্দর্য্যও ছিল অতুলন! তার থামগুলি পাথরের, আর দরজা ছিল পিতলের। তার উপর এমন সুন্দর কারুকার্য্য যে, দেখলেই চোখ জুড়িয়ে যায়!

মন্দিরের যিনি প্রধান পুরোহিত, তাঁর নাম সাইমন্। সে যুগে তাঁর মত ধর্ম্মভীরু ও ন্যায়পরায়ণ লোক অতি অল্পই ছিল। খৃষ্টের বয়স যখন মাত্র চল্লিশ দিন, যোসেফ্ ও মরিয়ম্ সেই সময় তাঁকে নিয়ে সেই স্বর্ণ-মন্দিরে উপস্থিত হ'লেন। সাইমন্ তাঁকে ঈশ্বরের নামে আশীর্ব্বাদ করবেন, এই ছিল তাঁদের উদ্দেশ্য।

সাইমন্‌কে তার আগেই একদিন দেবদূত এসে ব'লে গিয়েছিলেন যে, খৃষ্টকে না দেখে তাঁর কখনো মৃত্যু হবে না। সাইমন্ সেই থেকে আশায়-আশায় দিন গুণছিলেন, কবে সেই খৃষ্ট এসে তাঁকে দর্শন দিয়ে যাবেন!

এখন শিশু খৃষ্টকে দেখেই তিনি বুঝলেন, এই সেই 'মেসায়া' বা ত্রাণকর্ত্তা! আনন্দে তিনি তাঁকে কোলে তুলে নিলেন, আর তাঁকে প্রাণ ভ'রে আশীর্ব্বাদ ক'রে তাঁর মায়ের হাতে ফিরিয়ে দিলেন। যখন তাঁরা ফিরে যাচ্ছিলেন তখন খৃষ্টকে দেখে অনেকেই আনন্দ প্রকাশ করতে লাগল। তারপর নবজাত শিশুকে নিয়ে তাঁর মাতাপিতা যিরুশালেম হ'তে বেৎলেহেমে ফিরে গেলেন।

এই ঘটনার কিছুদিন পরে কয়েকজন পূর্ব্বদেশীয় পণ্ডিত খৃষ্টের দর্শন-আশায় উটে চ'ড়ে একদিন সেই যিরুশালেমে এসে উপস্থিত হ'লেন।

তাঁরা বল্‌লেন, "পূব্‌ আকাশে অতি উজ্জ্বল এক নক্ষত্রের উদয় দেখেই আমরা বুঝতে পেরেছি, ত্রাণকর্ত্তা ইহুদীরাজ পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেছেন। কোথায় তিনি ? আমরা তাঁকে পূজো করতে এসেছি।"

গ্যালিলির রাজা হেরোদ এই কথা শুনে বড্ড ভয় পেয়ে গেলেন। তিনি ভাব্‌লেন, 'সর্ব্বনাশ ! এমন ক্ষমতাশালী ইহুদীরাজ যদি কেউ জন্মে থাকেন, তবে তো আর প্রভাব-প্রতিপত্তি কিছুই থাকবে না !' তিনি তখনই রাজ্যের যত প্রাচীন ও ধার্ম্মিক পুরোহিত আর পণ্ডিতদের ডেকে পাঠালেন।

তাঁরা এলে তিনি বল্‌লেন, "কোথায় সেই ত্রাণকর্ত্তার জন্মস্থান, আপনারা তা' হিসেব ক'রে বলুন।"

রাজা হেরোদের মত রাজ্যের পণ্ডিতগুলোও খৃষ্টের জন্য ভয়ে-ভয়ে দিন কাটাচ্ছিলেন। কারণ, খৃষ্টের জন্ম হ'লে, কেউ যে আর তাঁদের বিধি-নিষেধকে সম্মানের চোখে দেখবে না, তাঁদের প্রভাব-প্রতিপত্তিও ক'মে যাবে। তাই মহা আগ্রহে তাঁরাও পুঁথি-পত্তর ঘেঁটে খৃষ্টের জন্মস্থানের হিসেব করতে ব'সে গেলেন।

কিছুক্ষণ হিসেব ক'রে তাঁরা বল্‌লেন, "যিহুদা প্রদেশের বেৎলেহেম্‌ হচ্ছে সেই মেসায়ার জন্মস্থান।"

রাজা তখন সেই পূর্ব্বদেশীয় পণ্ডিতদের বল্লেন, "আপনারা বেৎলেহেম্ সহরে গিয়ে তাঁর অনুসন্ধান করুন। তারপর তাঁর খোঁজ পেলে আমাকেও জানিয়ে যাবেন, কোথায় গেলে আমিও তাঁর দেখা পেতে পারি! আমিও তাঁকে পূজো করতে চাই।"

মুখে একথা বল্লেন বটে, কিন্তু তাঁর মনের ভাব ছিল অন্যরূপ। যাহোক্ পণ্ডিতেরা তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে অবশেষে বেৎলেহেম্ সহরে খৃষ্টের সম্মুখে উপস্থিত হ'লেন।

তাঁরা বল্লেন, "আমরা ইহুদীরাজকে দেখতে এসেছি। হেরোদ রাজার রাজবাটীতে আমরা গিয়েছিলাম কিন্তু রাজা সেখানে জন্মান নি। তারপর খুঁজে-খুঁজে আমরা এইখানে এসে উপস্থিত হয়েছি। আকাশের তারা আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে এসেছে।" এই ব'লে তখন তাঁরা বহুমূল্য উপহার বালকের পায়ের তলায় রেখে প্রণাম করলেন।

কিন্তু সেই রাতেই স্বপ্নে তাঁরা জানতে পারলেন যে, হেরোদ রাজা খৃষ্টের প্রাণবধ করতে চান, তাই তিনি খৃষ্টের জন্মের সংবাদ তাঁকে দিতে বলেছিলেন। পণ্ডিতরা কাজেই আর হেরোদ রাজার কাছে না গিয়ে অন্যপথে নিজেদের গন্তব্যস্থানে চ'লে গেলেন।

রাজা হেরোদ খৃষ্টকে মারতে চান, পণ্ডিতদের কাছে

তাঁদের এই স্বপ্নের কথা শুনে যোসেফ্ ও মরিয়ম্ ভয় পেলেন। রাতে তাঁরাও স্বপ্ন দেখলেন। এক দেবদূত এসে তাঁদের বল্‌ছেন, "তোমরা এই স্থান পরিত্যাগ ক'রে চ'লে যাও। কারণ, হেরোদ রাজা খৃষ্টের প্রাণনাশ করতে চান।"

যোসেফ্ সেই রাতেই শিশু খৃষ্ট ও তাঁর মাতাকে গর্দ্দভে চড়িয়ে বেৎলেহেম্ হ'তে পলায়ন করলেন। আকাশের তারাগুলি তাঁদের পথ দেখিয়ে নিয়ে চললো। এইভাবে সারারাত চ'লে ভোর হবার আগেই তাঁরা অনেক পথ ছাড়িয়ে গেলেন।

অবিরত এক সপ্তাহ চলার পর তাঁরা মিশরের সীমানায় এসে পড়লেন। তারপর একটি ছোট নদী পার হ'য়ে হেরোদের রাজ্য পেরিয়ে মিশর দেশে পৌঁছলেন। সেখানে রাজা হেরোদের আর কোন অধিকার থাকবে না এই ভেবে, তাঁরা নিরাপদে এক বৎসর সেখানেই বাস করলেন।

যে নীলনদের জন্য মিশর দেশ তখন পৃথিবীর সবচেয়ে উর্ব্বর দেশ ব'লে বিখ্যাত ছিল, সেই নীলনদ তাঁদের পথে পড়লো। তাঁরা তা' দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলেন। সেখানকার লোকদের সুন্দর পোষাক-পরিচ্ছদ আর নানা

রঙের তৈরী কাঠের ঘরগুলি দেখে তাঁদের আর আনন্দের সীমা রইল না।

এদিকে হেরোদ রাজা যখন অপেক্ষা ক'রেও পণ্ডিতদের দেখা পেলেন না, তিনি তখন খুবই ক্রুদ্ধ হ'লেন। তিনি তখন নিজেই বেৎলেহেম্ সহরে খৃষ্টের খোঁজ সুরু ক'রে দিলেন। কিন্তু কোন খোঁজখবর না পেয়ে, তিনি সেখানে একদল সৈন্য পাঠিয়ে দিলেন। তাদের হুকুম দিয়ে দিলেন, সেখানে দু'বছর বয়সের মধ্যে যত শিশুকে পাওয়া যাবে তাদের সবাইকে যেন তরবারির মুখে উড়িয়ে দেওয়া হয়।

তাঁর ধারণা হয়েছিল, এত শিশুর মধ্যে কেউ না কেউ নিশ্চয়ই সেই খৃষ্ট! কাজেই শত-শত নিরীহ শিশুর প্রাণনাশ ক'রে তিনি পরম তৃপ্তিতে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন

বালক খৃষ্ট

সেযুগে যিরুশালেমে প্রতিবৎসর উদ্ধার-পর্ব্ব নামে এক মহোৎসব সম্পন্ন হ'ত। পুরাকালে ইহুদীরা মিশর দেশে দাসত্ব-শৃঙ্খলে আবদ্ধ ছিল। ঈশ্বরের অনুগ্রহে তারা সেই দাসত্ব-শৃঙ্খল হ'তে মুক্ত হয়েছিল। এই বিশেষ ঘটনাকে

স্মরণীয় করবার জন্য তদবধি প্রতি বৎসর তারা জাঁকজমকের সঙ্গে এই উৎসব যিরুশালেমে সম্পন্ন ক'রে এসেছে। সারা দেশে যেখানে যত ইহুদী, তারা সবাই এই উৎসবে মহা আনন্দে যোগদান করত।

বালক খৃষ্টের ক্রমে বার বৎসর বয়স হ'ল। তাঁর পিতা-মাতা মনে করলেন এবার তাঁকেও যিরুশালেমে নিয়ে যাবেন।

ন্যাজারথ সহর হ'তে যিরুশালেম দু'দিনের পথ। যোসেফ্, মরিয়ম্ ও খৃষ্ট ধূলি-ধূসরিত পথ অতিক্রম ক'রে লোকারণ্য যিরুশালেম সহরে উপস্থিত হ'লেন। সেখানে স্বর্ণ-মন্দিরের চূড়া দেখে তাঁরা অতিশয় আনন্দ অনুভব করলেন। এক সপ্তাহ ধ'রে এই সহরে আনন্দ-উৎসব চল্‌ল। সমস্ত সহর এই আনন্দের কোলাহলে মুখরিত হ'য়ে উঠল। খৃষ্ট মহা আনন্দে এই উৎসব উপভোগ করলেন।

উৎসব শেষ হ'লে যোসেফ্ ও মরিয়ম্ ঘরে ফিরে যাওয়ার উদ্যোগ করলেন। কিন্তু খৃষ্টকে দেখ্‌তে না পেয়ে তাঁরা ভাবলেন, খৃষ্ট হয়তো ন্যাজারথের অন্য যাত্রীদের সঙ্গে চ'লে গেছেন। কিন্তু পূরো একদিনের পথ পেরিয়ে গিয়েও যখন তাঁরা খৃষ্টের দেখা পেলেন না, তখন তাঁরা বড়ই উৎকণ্ঠিত হ'য়ে উঠলেন। চারদিকে খোঁজ-খোঁজ

প'ড়ে গেল কিন্তু কোন লাভ হ'ল না। অবশেষে মরিয়ম্ ও যোসেফ্ ব্যাকুলচিত্তে পুনরায় যিরুশালেমে ফিরে গেলেন। সেখানে স্বর্ণ-মন্দিরে উপস্থিত হ'তেই তারা তো অবাক্! মন্দিরে তখন এক অভিনব দৃশ্য!

দেখলেন, বালক খৃষ্ট সেখানে পণ্ডিতমণ্ডলীর সঙ্গে শাস্ত্র সম্বন্ধে আলোচনা করছেন আর বৃদ্ধ পণ্ডিতদের দল সেই অল্পবয়স্ক বালকের তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও অসাধারণ ক্ষমতা দেখে হতবুদ্ধি হয়ে গেছেন!

মরিয়ম্ অতি সন্তর্পণে তাঁর পাশে গিয়ে বল্লেন, "বাবা, আমি ও তোমার পিতা যে তোমার জন্য ব্যাকুল হ'য়ে চারদিকে অন্বেষণ করছি!"

বালক খৃষ্ট বল্লেন, "মা, আপনি কি জানেন না যে, আমি আমার পিতার ঘরেই থাকব?"

দেবতার আরাধনার স্থান, ধর্ম্ম-মন্দির যে খৃষ্টের পিতার ঘর, মরিয়ম্ সেদিন তা' কিছুই বুঝতে পারেননি। কাজেই বালকের সেই কথা সেদিন মরিয়মের কাছে বুঝি হেঁয়ালীর মতন মনে হয়েছিল, তিনি তার কোন অর্থই বুঝতে পারলেন না। কিন্তু এটুকু তিনি বেশ ভাল ক'রেই বুঝতে পারলেন যে, তাঁর গৃহে এক অসামান্য পুত্রের উদয় হয়েছে।

যাহোক্, খৃষ্ট তখন পিতামাতার সঙ্গে ন্যাজারথে ফিরে গেলেন ও সেখানকার সেই সামান্য অবস্থার মধ্যেই বয়সে ও বুদ্ধিতে বৃদ্ধি পেতে লাগলেন।

সাধু যোহনের কাছে খৃষ্টের দীক্ষা

প্যালেষ্টাইনের পূব সীমানা দিয়ে যর্দ্দন নদী ধীরে ধীরে বয়ে যায়। এই ছোট নদী প্রত্যেক ইহুদীর কাছে অতি মূল্যবান্ নদী। খৃষ্টের দূর-সম্পর্কীয় এক ভাই যোহন এই যর্দ্দন নদীর ধারে ব'সে ঈশ্বরের নাম প্রচার করতেন।

তাঁর পিতামাতা তাঁকে জন্মের পর হ'তে ঈশ্বরের নামেই উৎসর্গ করেছিলেন। তাই তিনি বড় হ'তেই অতি কঠোর সাধু-জীবন যাপন করতে লাগলেন। গৃহের সকল সুখ ও আনন্দ ত্যাগ ক'রে প্রান্তরে গিয়ে ঈশ্বরের নাম প্রচার করাই হ'ল তাঁর একমাত্র কাজ। তিনি উটের চর্ম্ম পরিধান করতেন আর বনের মধু খেয়ে জীবনধারণ করতেন। যে কেউ তাঁর সংস্পর্শে আসতেন, তিনিই তাঁর মনকে সংযত ক'রে যর্দ্দনের জলে স্নান ক'রে নূতন জীবন যাপন করতে অনুপ্রাণিত হ'য়ে উঠতেন।

তাঁর সাধুজীবন ও ধর্ম্মোপদেশে মুগ্ধ হ'য়ে অনেকেই

মনে করত, তিনিই বুঝি সেই 'মেসায়া' বা ত্রাণকর্ত্তা পৃথিবীতে উদয় হয়েছেন! কিন্তু যোহন তা' লক্ষ্য ক'রে বল্‌তেন, "না, তোমরা ভুল ধারণা করেছ। আমি সেই 'মেসায়া' নই। কিন্তু শীঘ্রই সেই 'মেসায়া'র উদয় হচ্ছে, তোমরা সেই 'মেসায়ার' জন্য তৈরী হ'য়ে থাকো।"

খৃষ্টের বয়স তখন ত্রিশ বৎসর। তিনি এতদিন গৃহে পিতার কাছে সামান্য সূত্রধরের কাজ শিক্ষা করছিলেন। যে মহান্ কাজের জন্য তাঁর জগতে আগমন, সে কাজ তখনো তাঁর আরম্ভ হয়নি। এই সময় একদিন তিনি তাঁর স্নেহের নীড় পরিত্যাগ ক'রে যোহনের কাছে গেলেন ও যর্দ্দন নদীর পবিত্র জলে স্নান ক'রে আপনার নির্দ্দিষ্ট কাজ করতে প্রস্তুত হ'লেন।

প্রত্যেক নরনারীকে ভগবানের পথে আনবেন এই ছিল তাঁর জীবনের ব্রত। যর্দ্দন নদীর জলে স্নান ক'রে, সাধু যোহনের কাছে দীক্ষা দিয়ে আজ হ'তে তিনি সেই কাজ আরম্ভ করলেন।

আজও সেই রীতি রয়ে গেছে। খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হবার জন্য জর্দ্দন নদীর জল আজও তাই পরম পবিত্র ব'লে বিবেচিত হয়।

সাধু যোহনের দেহাবসান

সাধু যোহন ন্যায় ও সত্যের জন্য সব-কিছু করতেই প্রস্তুত ছিলেন। অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে কখনো তিনি কোন ভয় পেতেন না, রাজার সম্পর্কেও নয়। রাজা হেরোদ ছিলেন অন্যায়ের প্রতিমূর্ত্তি। তিনি তাঁর ভ্রাতার বর্ত্তমানেই ভ্রাতৃবধূকে বিবাহ করেছিলেন। যোহন সেই জন্য রাজা হেরোদ ও তাঁর নূতন স্ত্রীর বিরুদ্ধে তীব্র ভাষায় মন্তব্য প্রকাশ করেছিলেন।

রাজা হেরোদ এতে মনে-মনে খুব অসন্তুষ্ট হ'লেও যোহনের কোন অনিষ্ট করতে সাহসী হন নাই। কারণ, দেশের সকলে যোহনকে এত ভক্তি ও শ্রদ্ধা করত যে, কোনরূপ প্রতিশোধ লওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না।

রাজার জন্মদিন উপলক্ষে রাজবাড়ীতে একদিন এক বিরাট ভোজের আয়োজন হ'ল। সেই ভোজে নূতন রাণীর পূর্ব্বস্বামীর কন্যা তার নাচের বাহাদুরী দেখাল। তার নৃত্যে মুগ্ধ হয়ে হেরোদ তাঁর কন্যাকে বল্লেন, "বল, কি পুরস্কার তুমি চাও? যা চাইবে, তাই আমি দিব।"

কন্যাটি ছিল মায়ের অনুগত। সে তার মাতার প্ররোচনায় যোহনের ছিন্ন মস্তক পুরস্কার চেয়ে বসল।



সাধু যোহনের দেহাবসান [পৃষ্ঠা—১৭

রাজা হেরোদ সকলের সামনে কথা দিয়েছেন। তিনি তা' নড়্‌চড়্‌ করবেন কেমন ক'রে? বিশেষতঃ যোহন যে তাঁরও বিষ-নজরে পড়েছিল অনেকদিন আগেই। সুতরাং তিনি তখনই নিজের কথা রাখবার জন্য সেই সাধু ব্যক্তিকে হত্যা করিয়ে তাঁর মস্তক কন্যাকে উপহার দিলেন। এইরূপে সেই মহৎ জীবনের অবসান হ'ল, সঙ্গে-সঙ্গে রাজা ও রাণীর মনস্কামনাও পূর্ণ হ'ল।

সাধু যোহন ইহলোক ছেড়ে চ'লে গেলেন বটে, কিন্তু তাঁর শিক্ষা ব্যর্থ হয়নি। তিনি খৃষ্টের আগমনের জন্য সকল লোককে প্রস্তুত করেছিলেন, তারা খৃষ্টের আগমনের অপেক্ষায় উন্মুখ হয়ে ছিল। তাঁর মৃত্যুর পর খৃষ্ট আপন কর্ম্মজীবন পূর্ণভাবে আরম্ভ ক'রে দিলেন।

খৃষ্ট ও তাঁর শিষ্যগণ

যোহনের মৃত্যুর পর খৃষ্ট তাঁর পবিত্র কাজ তুলে নিলেন। তিনি সকলকে বলতে লাগলেন, "তোমরা সকলে মন পরিবর্ত্তন কর, নূতন ভাবে জীবন যাপন কর, মন্দের পথ চিরদিনের জন্য পরিত্যাগ কর।"

তাঁর এই আহ্বান অনেকে উপেক্ষা না ক'রে তাঁর কাছে এসে উপস্থিত হ'লেন এবং তাঁর আদর্শে নূতন

জীবন যাপন করতে লাগলেন। কয়েকজন তাঁদের যা-কিছু ছিল, সব পরিত্যাগ ক'রে তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করলেন। যাকোব ও যোহন দুই ভাই তাঁদের মাছের ব্যবসা ত্যাগ ক'রে তাঁর আজ্ঞা পালনের জন্য তাঁর অনুগমন করলেন। দেশভক্ত পিতর, মথি প্রভৃতিও তাঁদের নিজ-নিজ কার্য্য পরিত্যাগ ক'রে তাঁর শিষ্য হ'লেন। খৃষ্ট তাঁদের বারজনকে প্রধান শিষ্য ব'লে মনোনীত ক'রে নিলেন।

তাঁর শিষ্যদের প্রত্যেকেই সামান্য পরিবার হ'তে এসেছিলেন বটে, কিন্তু প্রভুর সাহচর্য্যে এসে তাঁরা প্রত্যেকে তাঁরই ভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে তাঁর আরব্ধ কার্য্য সম্পন্ন করেছিলেন। প্রত্যেক শিষ্যই শিক্ষা-দীক্ষায় সামান্য ব্যক্তি ছিলেন ; কিন্তু খৃষ্টের প্রেরণায় দেশ-বিদেশে গিয়ে নিজেদের জীবন পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিয়ে সকলের কাছে তাঁরা তাঁর শিক্ষা প্রচার করেছিলেন।

আগেই বলেছি, তখনকার দিনে রোম-সম্রাট্ অতিশয় ক্ষমতাশালী ছিলেন। রোমীয় শাসকদের অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধে কারও কোন কথা বলবার সাহস ছিল না। কিন্তু খৃষ্টের শিষ্যেরা সেই প্রতাপশালী রাজ্যের শাসন-কর্ত্তাদের সম্মুখেও আপন-আপন জীবনের কথা ও খৃষ্টের বাণী প্রচার করতে কুণ্ঠাবোধ করেন নি। এমন কি, যে

এক নিষ্ঠুর প্রজাপীড়ক সম্রাট্ তখন রোম-সাম্রাজ্যের অধিপতি ছিলেন, খৃষ্টের শিষ্যেরা তাঁকেও কিছুমাত্র না ক'রে পিতরের প্রেরণায় সেখানে গিয়েও খৃষ্টের নাম প্রচার করতে কিছুমাত্র ইতস্ততঃ করেন নি। তার ফলে, সম্রাটের আদেশে তাঁদের অনেককে পুড়িয়ে মারা হয়েছিল, কেউ বা জীবন্ত হিংস্র পশুর মুখে নিজেদের প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়েছিলেন। তথাপি প্রভুর নাম করতে তাঁরা বিরত হননি, তাঁরা মৃত্যুকে হাসিমুখেই বরণ ক'রে নিয়েছিলেন।

খৃষ্টের প্রথম অলৌকিক কার্য্য

নাসরতের নিকট কান্নানগর অবস্থিত। সেখানে খৃষ্ট একদিন এক বিবাহ-ভোজে নিমন্ত্রিত হ'লেন। সে দেশের নিয়ম অনুসারে নিমন্ত্রিত সকলকে পান করতে দেওয়া হ'ত আঙুরের রস। কিন্তু লোকের সংখ্যা আশাতীত বেশী হওয়ায় বাড়ীর কর্ত্তা বিষম বিপদে প'ড়ে গেলেন, কারণ তাঁর সঞ্চিত রস প্রচুর পরিমাণে ছিল না। কর্ম্মকর্ত্তা সকলের সম্মুখে লজ্জিত ও অপমানিত হবার উপক্রম, এমন সময় খৃষ্টের কল্যাণময়ী জননী তাঁর এই বিপদের কথা বুঝতে পেরে, তাঁর অদ্ভুত ক্ষমতাশালী পুত্রের কাছে ছুটে গেলেন।

তিনি জানতেন, এই বিপদের কথা শুনতে পেলে তাঁর পুত্র খৃষ্ট কখনো সাহায্য করতে পরাঙ্মুখ হবেন না। হ'লও তাই। পুত্র মাকে ভরসা দিলেন। তারপর বিপদ যখন ঘনিয়ে এল, খৃষ্ট তখন কয়েকজন ভৃত্যকে বল্লেন, "তোমরা যাও, বড়-বড় জালাগুলি জলে পরিপূর্ণ কর ও পরে সেই জল কর্ম্মকর্ত্তাকে আস্বাদন করতে দাও।"

তাঁর কথানুসারে ভৃত্যরা বড়-বড় জালাগুলি জলে পরিপূর্ণ করলে ও শেষে তারই কিছু জল গৃহের অধ্যক্ষের নিকটে নিয়ে গেল। তিনি সেই জল আস্বাদন ক'রে দেখলেন, জল তো নয়, সে যে অতি সুন্দর আঙুরের রস! তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে সেবকদের বল্লেন, "এত রস থাকতে তোমরা এতক্ষণ এঁদের দাও নি কেন?"

পরে যখন তিনি সমস্ত ঘটনাটি আনুপূর্ব্বিক শুন্‌লেন তখন খুবই আশ্চর্য্যান্বিত হ'লেন। খৃষ্টের প্রতি কৃতজ্ঞতায় তাঁর হৃদয় ভরপূর হয়ে গেল; কারণ, সেবার তিনি খৃষ্টের দয়ায়ই অপমান ও লজ্জার হাত হ'তে রক্ষা পেলেন।

তাঁর এই অলৌকিক ঘটনার বিষয় চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হয়ে গেল। তাঁর শিষ্যরা ও অন্য সকলে তাঁকে ঈশ্বরের অবতার ব'লে বিশ্বাস করলেন।

সূর্য্যের তাপে পাহাড়-চূড়ায় বরফ গলতে আরম্ভ হ'লেই

ধরা প'ড়ে যায় কোথায় কোন্ গিরি-নদী আর ঝরণা মানুষের দৃষ্টির বাইরে আত্মগোপন ক'রে আছে! করুণার তরল ধারায় খৃষ্টের রূপও আজ তেম্নি এক ভিন্ন আকারে মূর্ত্ত হয়ে উঠল, অবতার ব'লে আজ তিনি লোকের কাছে ধরা প'ড়ে গেলেন!

খৃষ্টের শিক্ষাদান

সাধারণ লোকেরা খৃষ্টকে অত্যন্ত ভালবাসত। তাঁর হৃদয়গ্রাহী শিক্ষা, সৌম্য মূর্ত্তি ও সরল জীবন সকলকেই তাঁর প্রতি আকৃষ্ট করত। সে সময়ে ইহুদীদের মধ্যে 'ফরিশী' নামে পরিচিত একদল জ্ঞানী লোক ছিল। তারা তাঁকে খুবই ঈর্ষ্যার চোখে দেখতে লাগল, কারণ খৃষ্টের আবির্ভাবে তাদের প্রতিপত্তি সাধারণ লোকের কাছে ক'মে যেতে সুরু হয়েছিল।

একদিন বহু লোক তাঁর উপদেশ শোনবার জন্য এক পাহাড়ের কাছে সমবেত হ'ল। খৃষ্ট এই বৃহৎ সমবেত জনতাকে উপদেশ দেবার জন্য পাহাড়ের উপরে উঠলেন। তারপর তাঁর স্বভাব-সুলভ আবেগময়ী ভাষায় সকলকে সম্বোধন ক'রে উপদেশ দিতে লাগলেন। তাঁর বক্তৃতায় সকলেই আত্মহারা হয়ে গেল।

বিরাট জনতাকে লক্ষ্য ক'রে খৃষ্ট বল্‌লেন ঃ—

"ঈশ্বর প্রেমময় পিতা, তিনি সকলের মঙ্গলের জন্য ব্যাকুল।

যারা এখন কষ্ট পাচ্ছে, ঈশ্বর তাদের সান্ত্বনা দেবেন।

যারা নম্র, জগতে তারাই হবে মহান্‌।

যারা ধর্ম্মের জন্য ব্যাকুল, ঈশ্বর তাদের হৃদয়ে বাস করেন।

যারা অন্যের প্রতি দয়ালু, তারা ভগবানের দয়া হ'তে কখনও বঞ্চিত হবে না।

যারা শান্তি-স্থাপক, তারাই ঈশ্বরের প্রকৃত সন্তান।

যারা ঈশ্বরের নামের জন্য সকল অত্যাচার নীরবে সহ্য করে, তিনি তাদের সঙ্গে থাকেন।

তোমার দক্ষিণ গালে কেউ যদি চড় মারে, তবে তাকে বাম গাল ফিরিয়ে দিও, প্রতিশোধ নিও না।

পুরাকালে ধর্ম্ম-উপদেশকরা বলেছেন, 'শত্রুকে ঘৃণা করবে কিন্তু বন্ধুকে ভালবাস্‌বে'; কিন্তু আমি তোমাদের বল্‌ছি শত্রুকে ভালবাস্‌বে,

কেউ অভিশাপ দিলেও তাকে আশীর্ব্বাদ করবে, কেউ ঘৃণা করলেও তার উপকার করবে। যারা তোমার প্রতি অত্যাচার করে, তাদের জন্য ভগবানের কাছে প্রার্থনা করবে, তবেই তোমরা ঈশ্বরের প্রকৃত সন্তান ব'লে বিখ্যাত হবে।

ঈশ্বরকে তোমার সমস্ত মনঃপ্রাণ দিয়ে ভালবাসবে। তোমার প্রতিবেশীকেও নিজের মত ভালবাসবে। এই শ্রেষ্ঠ নিয়মটির উপরেই সমস্ত শিক্ষা নির্ভর করে।"

এই সকল সরল ও হৃদয়গ্রাহী উপদেশে সমবেত নরনারী খুবই আনন্দিত হ'ল। তারা বুঝতে পারলে যে, নগণ্য সূত্রধরের পুত্র খৃষ্ট সত্যই ঈশ্বরের অবতার, নতুবা এরূপ শিক্ষা তারা তাদের শিক্ষাগুরু ফরিশীদের কাছেও কখনো পায়নি!

যুগে-যুগে যাঁরা মহাপুরুষ বা অবতার-রূপে জন্মগ্রহণ ক'রে জগৎকে শিক্ষাদান ক'রে গেছেন, কোনপ্রকার বিদ্যালয়ের শিক্ষা না পেয়েও তাঁরা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পাণ্ডিত্য ও মনস্বিতার পরিচয় দিয়েছেন প্রতি পদে, প্রতিটি কথায়! আর এই হচ্ছে তাঁদের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য।

দয়ালু শমরীয়

পূর্ব্বে বলা হয়েছে গালিল ও যিহুদা প্রদেশের মধ্য ভাগকে শমরিয়া বলে। গালিলীয় ও ইহুদীগণ এই প্রদেশের লোকদের অস্পৃশ্য মনে করত ও ঘৃণা করত। এমন কি, তাদের দেশের মধ্য দিয়ে যাতায়াত পর্য্যন্ত করতে কুণ্ঠিত হ'ত।

একদিন খৃষ্টকে একজন শিক্ষিত লোক জিজ্ঞাসা করল, "প্রভু, স্বর্গে যাবার জন্য আমাকে কি করতে হবে?"

খৃষ্ট বল্‌লেন, "শাস্ত্রে কি লেখা রয়েছে, বলতে পার?"

সেই ব্যক্তি বল্‌ল, "শাস্ত্রে লেখা আছে, 'তুমি তোমার সমস্ত অন্তঃকরণ দিয়ে ঈশ্বরকে ভালবাসবে ও তোমার প্রতিবেশীকে নিজের মত ভালবাসবে'।"

খৃষ্ট বল্‌লেন, "তুমিও তাই-ই কর।"

তদুত্তরে সে বল্‌ল, "কিন্তু প্রভু, আমার প্রতিবেশী কে?"

খৃষ্ট বল্‌লেন, "শোনো তবে, আমি একটা গল্প বলছি।" এই ব'লে তিনি ধীরে-ধীরে এক গল্প বলতে আরম্ভ করলেন:

"একদিন এক ইহুদী যিরুশালেম হ'তে যেরিকো

দেশে যাচ্ছিল। পথে দস্যুরা তাকে আক্রমণ করে। দস্যুরা তার সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন ক'রে নিয়ে, তাকে অর্দ্ধমৃত অবস্থায় পরিত্যাগ ক'রে চ'লে গেল।

সেই সময় যিরুশালেমের স্বর্ণ-মন্দিরের এক পুরোহিত ঐ পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি ঐ আহত লোকটিকে দেখে অন্য পাশ দিয়ে আপনার পথে চ'লে গেলেন।

কিছুক্ষণ পরে মন্দিরের একজন গায়ক ঐ পথে এলেন। তিনিও আহত ব্যক্তিকে দেখতে পেলেন কিন্তু দেখেও তাকে কোন সাহায্য করলেন না—পুরোহিতের ন্যায় অন্যপাশ দিয়ে তিনিও নিজের গন্তব্য স্থানে চ'লে গেলেন।

এরপর সে পথে এলো গর্দ্দভে চ'ড়ে একজন অস্পৃশ্য শমরীয়। সে ঐ আহত ইহুদী লোকটিকে দেখতে পেয়ে তার কাছে এগিয়ে গেল, তারপর নিজের হাতে তার আহত স্থানগুলি বেঁধে দিল। লোকটি কিছু সুস্থ হ'লে সে তাকে নিজের গর্দ্দভে চড়িয়ে নিকটস্থ এক সরাইখানায় নিয়ে গেল এবং ঐ স্থানের অধ্যক্ষকে তার উপযুক্ত সেবা ও শুশ্রূষার জন্য অর্থ দিয়ে বল্‌ল, 'আপনি এই লোকটির যথাসম্ভব যত্ন নেবেন, আমি ফিরবার পথে আপনার বাকী সকল খরচ পরিশোধ ক'রে যাব।'

সরাইখানার অধ্যক্ষ এই ঘৃণিত অস্পৃশ্য শমরীয়ের

আচরণ দেখে বিস্মিত ও কৃতার্থ হয়ে গেলেন। তিনি তার কথামত সেই আহত ইহুদীকে সরাইখানায় রেখে তার উপযুক্ত সেবা-যত্ন করলেন।”

গল্প শেষ হ'লে খৃষ্ট সেই যুবককে জিজ্ঞাসা করলেন, “আচ্ছা বল দেখি, এই তিনজনের মধ্যে কে ঐ আহত ব্যক্তির প্রতিবেশী ?”

সেই যুবক উত্তর করল, “ঐ দয়ালু শমরীয়।”

খৃষ্ট বল্‌লেন, “যাও, তুমিও সেই রকম কাজ কর,—সকলের প্রতিবেশী হও।”

পৃথিবীর আর কয়জন লোক অপরের মর্ম্ম-বেদনা এমন ভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছেন ?

প্রেমময় পিতা

খৃষ্টের একদিন ইচ্ছা হ'ল, ঈশ্বর যে সবাইকে কত ভালবাসেন, সে কথা তিনি গল্পচ্ছলে ইহুদীদের বুঝিয়ে দেবেন।

তিনি বল্‌লেন, “ঈশ্বর সকলের পিতা। পিতা কি কখনো তাঁর সন্তানের প্রতি নিষ্ঠুর হ'তে পারেন ?”

এই ব'লে তিনি এক গল্পের অবতারণা করলেন ঃ—

এক ধনী ব্যক্তির দু'টি পুত্র ছিল। একদিন তাঁর

কনিষ্ঠ পুত্র তাঁর কাছে এসে সম্পত্তির অর্দ্ধেক দাবী করে বসল। পিতা তখনই তাকে তার অংশ দিয়ে দিলেন।

পুত্র চ'লে গেল। কিন্তু দূরদেশে গিয়ে দুষ্ট বন্ধু-বান্ধবদের সংস্পর্শে এসে অল্পদিনের মধ্যেই সে তার সমস্ত সম্পত্তি নষ্ট করে ফেল্‌ল। যখন তার সমস্ত অর্থ নিঃশেষ হয়ে গেল, তখন তার বন্ধুরাও তাকে পরিত্যাগ ক'রে চ'লে গেল। সেই নিঃসঙ্গ অবস্থায় কপর্দ্দকহীন হয়ে সে তখন অনাহারে কষ্ট পেতে লাগল। অবশেষে উপায়ান্তর না দেখে সে এক ব্যক্তির কাছে গিয়ে সামান্য কিছু কাজ দেবার জন্য তাকে অনুরোধ করল। কিন্তু কি কাজ সে করবে? কাজ করবার মত কোন গুণই তার ছিল না। কাজেই তাকে দেওয়া হ'ল শূকর-পালকের কাজ।

ইহুদী জাতির কাছে শূকর সবচেয়ে ঘৃণ্য জীব; পেটের দায়ে সে এখন এই ঘৃণ্য কাজ করতেও রাজী হ'ল। কিন্তু এ কাজ ক'রে তার এমন আয় হ'ত না, যাতে সে দু'বেলা যথেষ্ট আহার পেতে পারে। তাই ক্ষুধার তাড়নায় সে প্রায়ই শূকরের খাবার থেকেও কিছু-কিছু খেয়ে নিত।

অবশেষে একদিন তার নিজের বাড়ীর কথা তার

মনে পড়ল, পিতার স্নেহময় আশ্রয়ের কথা হৃদয়ে জাগল। সে মনে-মনে বল্‌ল, 'আমি এখন পিতার কাছে গিয়ে তাঁর পায়ে ধ'রে বলব—বাবা, আমার সকল অপরাধ মার্জ্জনা ক'রে আমাকে চাকরের মত প্রতিপালন কর।

হায়, কেন আমি তাঁকে ছেড়ে চ'লে এসেছিলাম? আমার ব্যবহারে না জানি কত ব্যথাই তিনি পেয়েছেন!'

এই অনুশোচনার পর সে সেই ঘৃণিত কাজ ছেড়ে ক্লান্ত পদ-বিক্ষেপে ও কুণ্ঠিত মনে আপনার পিতার গৃহাভিমুখে যাত্রা করল।

ওদিকে তার প্রেমময় পিতা প্রত্যহই পুত্রের অপেক্ষায় ব'সে থাকতেন; কারণ, তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল—পুত্র তাঁর একদিন-না-একদিন তার দোষ বুঝতে পেরে নিজের ঘরে ফিরে আসবে। কাজেই তিনি প্রত্যহই তাঁর গৃহের দরজায় দাঁড়িয়ে দূরে পুত্রের পথের পানে চেয়ে থাকতেন। একদিন সত্যই তিনি দূরে নিজ সন্তানকে দেখতে পেলেন। তিনি আর রইতে পারলেন্‌ না, তখনই ছুটে গিয়ে পুত্রকে আলিঙ্গন ক'রে ঘরে নিয়ে এলেন।

পুত্র বল্‌ল, "বাবা, আপনার কাছে অনেক অপরাধ করেছি, আমি আপনার 'পুত্র'-নামের যোগ্য নই, আমার অপরাধ মার্জ্জনা করুন।"

পিতা তাকে আর কিছু বলতে না দিয়ে ভৃত্যকে বল্‌লেন, "যাও, এখনই আমার পুত্রের জন্য সুন্দর পরিচ্ছদ নিয়ে এসো। আর সকলকে ব'লে দাও যে, আমার গৃহে আজ আনন্দ-ভোজ হবে। সকল বন্ধু-বান্ধবকে ডেকে নিয়ে এসো; কারণ, আজ আমি আমার হারানো ছেলেকে ফিরিয়ে পেয়েছি!"

পুত্রের জন্য পিতার ভালবাসা যেমন অনন্ত, মানুষের জন্য ঈশ্বরের ভালবাসাও তেম্‌নি অনন্ত। খৃষ্ট সেই কথাই আমাদের সবাইকে বুঝিয়ে গেছেন।

খৃষ্টের অলৌকিক চিকিৎসা

এক সময়ে কফরনাহমে এক রাজ-কর্ম্মচারীর ভৃত্য অতিশয় অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। চিকিৎসকেরা তার জীবনের আশা ছেড়ে দিলেন; রাজ-কর্ম্মচারী ইহাতে অতিশয় মনঃক্ষুণ্ণ হয়ে পড়লেন। এমন সময় তিনি খৃষ্টের অদ্ভুত ক্ষমতার কথা লোক-মুখে শুন্‌তে পেলেন। খৃষ্টও এই সময়ে কফরনাহমে উপস্থিত ছিলেন। রাজ-কর্ম্মচারী তখন ঘোড়ায় চ'ড়ে স্বয়ং খৃষ্টের নিকটে রওনা হ'লেন। তারপর কান্নানগরের মধ্য দিয়ে তাঁর কাছে গিয়ে উপস্থিত হ'লেন।

রাজ-কর্ম্মচারী খৃষ্টের শান্ত-স্নিগ্ধ মূর্ত্তি দেখে ভরসা পেলেন এবং তাঁকে অনুরোধ করলেন, "প্রভু, আপনি দয়া ক'রে আমার গৃহে চলুন ; আমার ভৃত্য মরণাপন্ন, আপনার আগমনে সে সুস্থ হয়ে উঠবে।"

রাজ-কর্ম্মচারীর এই আকুল আগ্রহ দেখে খৃষ্টের হৃদয় দয়ায় বিগলিত হ'ল। তিনি বল্লেন, "তুমি ঘরে যাও, তোমার ভৃত্য ভাল হয়ে গেছে।"

খৃষ্টের প্রতি তাঁর এরূপ অগাধ বিশ্বাস জন্মে ছিল যে, তিনি আর একটি কথাও না ব'লে তাঁকে প্রণাম ক'রে গৃহে ফিরে গেলেন। পথে তাঁর চাকরদের সঙ্গে দেখা হ'ল। তাদের মুখে আনন্দের চিহ্ন দেখে তিনি বুঝলেন, তাঁর ভৃত্য যথার্থই সুস্থ হয়ে গেছে। তখন তিনি খোঁজ করলেন কখন সেই বালকটি সুস্থ হ'তে আরম্ভ করেছিল।

ভৃত্যেরা যে সময়ের উল্লেখ করলে' তা শুনে তিনি বুঝলেন যে, ঠিক্ ঐ সময়েই খৃষ্টের সঙ্গে তাঁর কথা হচ্ছিল, আর খৃষ্ট ঠিক্ সেই সময়েই বলেছিলেন, 'যাও, ঘরে যাও, তোমার ভৃত্য ভাল হয়ে গেছে!'

তিনি ঘরে ফিরে এই অপূর্ব্ব ঘটনার কথা সকলকে বল্লেন আর সেই দিন হ'তে ঐ রাজপুরুষ খৃষ্টের অনুগত শিষ্য হ'লেন।

খৃষ্ট মানুষের মাঝে মানুষ হয়ে জন্মালেও, মানুষের কাতরতায় তিনি চিরদিনই স্বর্গীয় ক্ষমতায় সমৃদ্ধ ও উজ্জ্বল হয়ে উঠেছেন !

বিধবার সন্তান

খৃষ্ট বেশীদিন কফরনাহমে রইলেন না। তিনি সেখান থেকে পশ্চিম দিকে পঁচিশ মাইল দূরে নাইম্ নামক এক নগরে গেলেন। এই ছোট নগরটি প্রান্তরের মাঝে এক পাহাড়ের উপর অবস্থিত। এখানে আসতেই তিনি দেখতে পেলেন, একদল লোক একটি মৃতদেহ নিয়ে যাচ্ছে। শুনলেন, এক বিধবার একমাত্র যুবক পুত্র মারা গেছে,—তারই সেই শব।

পুত্রহারা জননী চোখের জলে বুক ভাসাতে-ভাসাতে সঙ্গে যাচ্ছিলেন। খৃষ্ট সেই করুণ দৃশ্যে বড়ই বিচলিত হ'লেন, তিনি কেঁদে ফেললেন ; কিন্তু পরক্ষণেই নিজেকে সামলে নিয়ে শব-বহনকারী লোকদের ডাকলেন .আর বিধবাকে সান্ত্বনা দিয়ে বল্‌লেন, "আর কেঁদো না।"

খৃষ্টের এই সামান্য বাণীটির মধ্যে সম্ভবতঃ এমন কোন শক্তি ছিল যার জন্য ঐ বিধবার চোখের জল তৎক্ষণাৎ থেমে গেল। মুমূর্ষু পুত্রের পাশে ব'সে সে এতদিন নিজেকে

কোন সান্ত্বনাই দিতে পারেনি, কিন্তু আজ খৃষ্টের সামান্য দু'টি কথাই যেন পুত্রহীনা জননীর বুকে অমৃত ছড়িয়ে দিলে! আশায় তাঁর সমস্ত মনঃপ্রাণ ভরপূর হয়ে গেল, আর সমবেত লোকেরা ত বিস্ময়ে নির্ব্বাক্!

খৃষ্ট সেই মৃতদেহের পাশে গিয়ে বল্লেন, "হে যুবক, আমি তোমায় বলছি, ওঠ।"

সঙ্গে-সঙ্গে এক অলৌকিক কাণ্ড! যুবকটি তৎক্ষণাৎ খাটের উপর উঠে বসল, মনে হ'ল সে যেন গভীর নিদ্রা থেকে উঠেছে! খৃষ্ট তার হাত ধ'রে তাকে মায়ের কাছে এগিয়ে দিলেন। আর স্নেহময়ী জননীর কৃতজ্ঞ হৃদয় তখন আনন্দে আত্মহারা!

সমবেত সকলে এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখে ভয়ে ও বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে গেল! তারা অভিভূত ভাবে ঈশ্বরের নাম করতে লাগল। তারা বলাবলি করতে লাগল, "সত্যই ইনি ঈশ্বরের অবতার; তা' না হ'লে এ রকম অদ্ভুত কাজ কেউ কখনো করতে পারে?"

ক্রমে এই ঘটনার কথা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। লোকমুখে তাঁর জয়গান ঘোষিত হ'তে লাগল। এর ফলে খৃষ্টের পক্ষে কোথাও যাওয়া খুব শক্ত হয়ে পড়ল;

কারণ, যখন যেখানে তিনি যেতেন তখনই সেখানে লোকের ভীড় এত বেশী হ'তে লাগ্‌ল যে, তিনি কোন কাজই করতে পারতেন না, বা কোন উপদেশই কাউকে দিতে পারতেন না।

যাঁরা করুণাময়, যাঁরা প্রেমময়,—তাঁদের বিগলিত হৃদয়ের স্রোতে পৃথিবীর দুঃখ-কষ্ট ভেসে যায় বটে, কিন্তু তাঁদের ব্যক্তিগত নানা অসুবিধা ক্রমশঃ ঘনীভূত হয়ে বর্ষার পলিমাটির মত পায়ের তলায় সঞ্চিত হ'তে থাকে।

যায়ীরের কন্যা

আর একদিন খৃষ্ট কফরনাহম সহরে আছেন এমন সময় একজন বিখ্যাত লোক ভীড় ঠেলে খৃষ্টের কাছে এসে উপস্থিত। এই ব্যক্তির নাম যায়ীর, তিনি ঐ সহরের একজন প্রধান ব্যক্তি। সকলেই তাঁকে রাস্তা ছেড়ে দিল; কারণ, তাঁর মুখ দেখে মনে হ'ল তিনি বড়ই বিপদ্‌গ্রস্ত।

তিনি খৃষ্টকে দেখে তাঁর সামনে নতজানু হয়ে বল্‌লেন, "প্রভু, আমার কন্যা মরণাপন্ন; আপনি দয়া ক'রে আপনার মঙ্গল-হস্ত দিয়ে তাঁকে স্পর্শ করুন। তাহ'লে সে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠবে।"

তিনি তৎক্ষণাৎ যায়ীরের সঙ্গে তাঁর গৃহের দিকে চল্‌লেন। তাঁর সঙ্গে তাঁর শিষ্যেরা ও অন্যান্য অনেকেও যেতে লাগল।

সেই জনতার ভিতর একজন অসুস্থ স্ত্রীলোক ছিল। সুদীর্ঘ বারো বছর যাবৎ সে অসুখে ভুগছিল। কত ডাক্তার-কবিরাজ তার চিকিৎসা করেছিল, কিন্তু কেউ তাকে আরোগ্য করতে পারে নি।

স্ত্রীলোকটির বিশ্বাস হ'ল, একবার যদি সে খৃষ্টের পোষাকের একটা কোণও স্পর্শ করতে পারে, তাহ'লে তার সমস্ত ব্যাধি সেরে যাবে! সে তাই ভীড় ঠেলে কোন রকমে তাঁর কাছে এগিয়ে গেল, তারপর হাত বাড়িয়ে তাঁর জামার প্রান্তভাগ স্পর্শ করল। সেই মুহূর্ত্তে সে অনুভব করল যে, সে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে গেছে।

খৃষ্ট তৎক্ষণাৎ পশ্চাদ্দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "কে আমায় স্পর্শ করল ?"

শিষ্যেরা এই প্রশ্নে বড়ই আশ্চর্য্যান্বিত হ'লেন; তাঁরা তো কাউকেই স্পর্শ করতে দেখেন নি। বিশেষতঃ তাঁর চারদিকে তখন অসংখ্য লোক। তাদের সঙ্গে ছোঁয়া-ছুঁয়ি হ'তে পারে বটে, কিন্তু অমন ভীড়ে তাঁকে ইচ্ছে ক'রে স্পর্শ করবে কে?

স্ত্রীলোকটি ভয় পেয়ে তাঁর সম্মুখে এগিয়ে এল; তারপর অপরাধীর মত ভয়ে-ভয়ে বিনীত ভাবে বল্‌ল, "আমি—আমি স্পর্শ করেছি!" ব'লেই সে ধপাস ক'রে খৃষ্টের পায়ের উপর প'ড়ে গেল, তারপর চোখের জলে ভেসে বল্‌লে, "প্রভু! বারো বছর চিকিৎসা ক'রেও হাকিম-বৈদ্য যে অসুখের কিছু করতে পারে নি, আপনার মঙ্গলময় স্পর্শে আজ সেই অসুখই আমার ভাল হয়ে গেল! আমি এই ভরসায়ই আপনাকে ছুঁয়েছিলাম প্রভু! আমায় ক্ষমা করুন!"

খৃষ্ট তার এই ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা দেখে খুসী হ'লেন। তিনি বল্‌লেন, "নারী, তোমাকে ভাল করেছে তোমার ভক্তি ও বিশ্বাস। যাও, কোন ভয় নেই,—তুমি শান্তিতে গৃহে চ'লে যাও।"

পরে তিনি যায়ীরের গৃহের দিকে যেতে লাগলেন। পথিমধ্যে যায়ীরের চাকর এসে বল্‌ল, "প্রভু, কন্যাটি মারা গেছে।"

এই দুঃসংবাদে যায়ীরের মুখ বেদনায় কালো হয়ে গেল। খৃষ্ট তাঁর বেদনা নিজের হৃদয়ে অনুভব ক'রে তাঁকে আশ্বাস দিয়ে বল্‌লেন, "ভয় ক'রো না, ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখো, কোন বিপদ্‌ই হবে না।"

যায়ীরের গৃহে উপস্থিত হয়ে খৃষ্ট দেখলেন, চতুর্দ্দিকে নরনারী কাঁদছে, কন্যার মা তো শোকে একেবারে আকুল!

ধীরে-ধীরে তিনি মৃত কন্যার কাছে এগিয়ে গেলেন, সকলকে বল্‌লেন, "তোমরা কাঁদছ কেন? মেয়েটি ঘুমিয়ে আছে, এখনই তার ঘুম ভেঙে যাবে,—সে জেগে উঠবে।"

এই ব'লে তিনি তাঁর কয়েকজন শিষ্য ও কন্যার পিতামাতাকে নিয়ে কন্যাটির বিছানার পাশে গেলেন। তারপর তিনি ধীরে ধীরে সেই কন্যার হাত ধ'রে বললেন, "ওঠ, ওঠ। আমি বলছি কুমারি, উঠে বস!"

তৎক্ষণাৎ এক অদ্ভুত কাণ্ড। প্রাণহীন কুমারীর দেহে যেন এক বিদ্যুৎ-তরঙ্গ খেলে গেল! সে চোখ খুলে চারদিকে তাকাল। তারপর সদ্য ঘুম-ভাঙা মেয়েটির মত, সে হাই তুলে বিছানায় উঠে বসল! সঙ্গে-সঙ্গে মহা আনন্দে সকলে কলরব করে উঠল।

জগতের প্রেমময় বন্ধুর আবার এক অলৌকিক মহিমা প্যালেষ্টাইনের ঘরে-ঘরে প্রচারিত হয়ে পড়ল!

শিশুদের বন্ধু

খৃষ্ট শিশুদের খুব ভালবাসতেন। তিনি যেখানেই যেতেন, সেখানেই শিশুরা তাঁর নিকটে আসত আর তিনি সকলকে

কোলে নিয়ে আদর করতেন। একদিন অনেক স্ত্রীলোক তাদের শিশুগুলিকে নিয়ে তাঁর কাছে এল ও তাঁকে অনুরোধ করল যেন তিনি শিশুদের আশীর্ব্বাদ করেন।

খৃষ্ট অনেককে আশীর্ব্বাদ করা সত্ত্বেও ভীড় কমল না, ক্রমে আরও অনেক শিশু এসে সমবেত হ'ল। তখন শিষ্যেরা বিরক্ত হয়ে তাদের মায়েদের বারণ করতে লাগলেন। খৃষ্ট তাঁদের এই কথা শুনে ভৎর্সনা করলেন এবং শিশুদের সকলকে আশীর্ব্বাদ করা হ'লে পর, তাদের একজনকে সকলের মাঝখানে দাঁড় করিয়ে বল্‌লেন, "দেখ, তোমরা যদি এই শিশুর মত নম্র হ'তে না পার, তা হ'লে ভগবানের কাছে যেতে পারবে না।"

খৃষ্টের শিষ্যরা একদিন নিজেদের মধ্যে তর্ক-বিতর্ক করছিলেন যে তাদের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ! খৃষ্ট তাই আজ শিশুদের দেখিয়ে বল্‌লেন, "এদের তোমরা অবজ্ঞা ক'র না; কারণ, যে কেউ শিশুদের ভালবাসে, সে আমাকেই ভালবাসে। আর যে শ্রেষ্ঠ হ'তে চায়, তাকে এই শিশুর মত নম্র হ'তে হবে।"

শিশুরাও তাঁকে তাদের নিজেদের লোক ব'লেই মনে করত। তাঁকে দেখলেই সকলে তাঁর কাছে ছুটে যেত।

তিনি তাঁর সকল কাজ ছেড়ে দিয়ে তাদের কোলে তুলে নিতেন ও আশীর্ব্বাদ করতেন।

কুষ্ঠীর আরোগ্যলাভ

খৃষ্টের জীবন ছিল সেবার জীবন। তিনি যেখানে যেতেন সেখানেই যত অসুস্থ লোক তাঁর কাছে আসত আর তিনি তাদের কাউকেই নিরাশ করতেন না। তাঁর করুণায় সকলেই রোগমুক্ত হয়ে সুস্থ শরীরে ফিরে যেত।

তিনি একদিন গালিল প্রদেশের কোন এক গ্রামে উপস্থিত হ'লেন। তিনি এসেছেন জানতে পেরে এক কুষ্ঠী তাঁর কাছে আসবার জন্য অধীর হয়ে উঠল। কিন্তু কেমন ক'রে সে তাঁর কাছে যাবে? কেউ যে তাকে খৃষ্টের কাছে ঘেঁসতেই দেবে না! কারণ, ইহুদীরা কুষ্ঠব্যাধিকে পাপের ফল ব'লে মনে করত। আর সেই জন্য অনেক অত্যাচার কুষ্ঠীদের সহ্য করতে হ'ত। রাস্তা দিয়ে যেতে গেলেও দূর থেকে সকলে "অশুচি, অশুচি" ব'লে চীৎকার ক'রে অন্য সবাইকে সাবধান ক'রে দিত। কুষ্ঠীকে তখন অতি কষ্টে রাস্তার এক পাশ দিয়ে চ'লে যেতে হ'ত। সহরের বড় রাস্তা দিয়ে তাদের চলার অধিকার ছিল না। এই সব লোকদের গ্রাম ছেড়ে দূরে গিয়ে থাকতে হ'ত;

কারণ, আত্মীয়-স্বজন কেউ তাদের দিকে ফিরেও তাকাত না।

এই কুষ্ঠী লোকটি খৃষ্টের আশ্চর্য্য ক্ষমতার কথা লোক-মুখে শুনেছিল, আর তাই ভরসা ক'রে তাঁর কাছে আসবার জন্য ব্যাকুল হয়েছিল। তার দৃঢ়বিশ্বাস ছিল, একবার যদি সে কোন রকমে খৃষ্টের কাছে পৌঁছুতে পারে, তা হ'লেই সে রোগমুক্ত হবে।

হঠাৎ এই কুষ্ঠীকে দেখ্‌তে পেয়ে রাস্তার লোকজন সকলেই ভয় পেয়ে দূরে স'রে গেল। কুষ্ঠীর এতে সুবিধাই হ'ল; সে তৎক্ষণাৎ দৌড়ে এসে খৃষ্টের কাছে নতজানু হয়ে বল্‌ল, "প্রভু, আপনি ত' ইচ্ছা করলেই আমাকে ভাল করতে পারেন!"

ভাবের আবেগে সে এর বেশী আর কোন কথা বলতে পারল না।

খৃষ্ট তার মুখের দিকে তাকিয়ে তার অগাধ বিশ্বাস দেখে আকৃষ্ট হ'লেন। তিনি তাঁর হাতখানি বাড়িয়ে দিয়ে সেই কুষ্ঠীর ক্ষতযুক্ত হাতখানি টেনে তুলে নিলেন, তারপর ধীরে-ধীরে বল্‌লেন, "আমি ইচ্ছা করি তুমি এই মুহূর্ত্তে ভাল হয়ে ওঠ।"

তৎক্ষণাৎ আবার এক অসম্ভব ও অবিশ্বাস্য কাণ্ড!

রক্তপূঁয-সমন্বিত অসংখ্য ক্ষতযুক্ত সেই ঘৃণ্য কুষ্ঠী যেন কোন্ যাদুমন্ত্রে নিরাময় হয়ে গেল! চক্ষুর নিমেষে কুষ্ঠীর কৃতজ্ঞ মস্তক খৃষ্টের পদতলে লুটিয়ে পড়ল, তার চোখ দিয়ে অজস্র জলধারা বয়ে চল্‌ল!

খৃষ্ট বল্‌লেন, "একথা আর কাউকে বলো না। কিন্তু এখনি তোমার ধর্ম্ম-মন্দিরে ছুটে যাও। সেখানে যেয়ে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে পূজো দাও, আর পুরোহিতকে তোমার এই দেহ দেখিয়ে দেবতার আশীর্ব্বাদের জন্য তাঁর দয়া ভিক্ষা কর।"

কুষ্ঠী তাঁকে প্রণাম ক'রে তখনই ছুটল; কিন্তু যে এত বড় রোগ থেকে মুক্ত হয়েছে, সে কিছুতেই নিজেকে দমন করতে পারলে না! সে সকলের কাছে খৃষ্টের এই অদ্ভুত কাজের কথা বলতে-বলতে ছুটে চল্‌ল। কারণ, তার হৃদয় তখন কৃতজ্ঞতায় পরিপূর্ণ; এই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করে সে কি থাকতে পারে? তাই খৃষ্টের নিষেধ তাকে বাধা দিতে পারলে না।

ঈশ্বর পতিতপাবন। পাপী-তাপীর প্রতি তাঁর অসীম দয়া। তাঁর কৃপালাভ করলে সকল যন্ত্রণার হস্ত থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।



জননীর অনুরোধে খৃষ্ট জালার জল আঙুরের রসে পরিণত করলেন [পৃষ্ঠা—২০

ধীবরের ভাগ্য

গালিল প্রদেশের এক প্রকাণ্ড হ্রদ তার বিশাল আয়তনের জন্য 'গালিল-সমুদ্রে' নামে পরিচিত ছিল। খৃষ্ট একদিন তার তটভূমিতে ব'সে নানা বিষয়ে শিষ্যদের উপদেশ দিতে লাগলেন।

তাঁর উপদেশ শুনবার জন্য দলে-দলে লোক সেখানে সমবেত হ'তে লাগল। ক্রমশঃ এমন হ'ল যে তটভূমি প্রায় ভরপূর হয়ে গেল, তাঁর নিজেরই আর বসবার স্থান হয় না!

তিনি দেখলেন তীরের কাছে দু'খানা জেলে ডিঙি বাঁধা। তিনি তাদের একখানিতে উঠে তার ধীবর-মাঝিকে বল্‌লেন, "আমি এতে ব'সে এদের কিছু ধর্ম্মকথা শোনাচ্ছি, তুমি নৌকোখানি একটু দূরে সরিয়ে রাখো।"

মাঝি তাঁর কথামত নৌকোখানি তীর থেকে কিছু দূরে নিয়ে গেল, খৃষ্ট তাইতে ব'সে তাঁর ভক্তদের নানা উপদেশ দিতে লাগলেন।

বক্তৃতা যখন শেষ হয়ে গেল, খৃষ্ট তখন সেই মাঝিকে বল্‌লেন, "এইবার তোমার নৌকোটি আরো কিছু দূরে নিয়ে চলো। তারপর সেখানে একবার জাল ফেলো দেখি!"

ডিঙির জেলে-মাঝি বল্‌লে, “প্রভু! ওতে কিছুই লাভ হবে না। আমরা সারা দিনরাত পরিশ্রম ক’রে একটা মাছও ধরতে পারিনি। আজ আমাদের বরাত মন্দ, জাল ফেলে আর কি হবে ?”

খৃষ্ট বল্‌লেন, “তবু যা বলছি তাই করো, তোমার পরিশ্রমের দাম পেয়ে যাবে।”

তাঁর কথা এড়াতে না পেরে জেলে তার ডিঙি ভাসিয়ে দূরে নিয়ে গেল, তারপর হতাশ ভাবেই জাল ফেল্‌লে।

কিছুক্ষণ পরে সে জাল টানতে আরম্ভ করল—জাল এবার বিষম ভারী! সাহায্যের জন্য সে অন্য সঙ্গীদেরও ডেকে নিলে। তারপর সকলের চেষ্টায় অবশেষে ধীরে-ধীরে জাল তোলা হ’ল। জাল দেখেই ত’ তাদের চক্ষুঃস্থির! এত মাছ একসঙ্গে তারা আর কোনদিন দেখে নাই! একবারেই এত মাছ উঠেছে যে, তাদের আশঙ্কা হ’ল, নৌকো বুঝি তলিয়ে যায়!

ডিঙির মাঝি এবার ভক্তিতে গদ্‌গদ হয়ে হাত যোড় ক’রে খৃষ্টকে বল্‌লে, “প্রভু! কে তুমি জানি না। কিন্তু আমি বড় পাপী, আমার কাছে থেকো না প্রভু, তুমি এখান হ’তে চ’লে যাও।”

খৃষ্ট তাকে অভয় দিয়ে আশীর্ব্বাদ করলেন। মাঝিরা সেই দিন হ'তে আর তাঁকে ছেড়ে থাকতে চাইল না। তারা তাদের নৌকো ও জিনিষপত্র সব-কিছু ফেলে দিয়ে তখনই তাঁর সাথে-সাথে চল্‌ল।

পরশ-মণির ছোঁয়া পেলে কত লোহাও তখন সোনা হয়ে যায়!

সমুদ্র-শাসন

খৃষ্ট একদিন তাঁর শিষ্যদের নিয়ে সমুদ্রে বেড়াতে বেরোলেন। বেরোবার কিছুক্ষণ পরেই হঠাৎ আরম্ভ হ'ল প্রচণ্ড ঝড়! সেই তাণ্ডব ঝড়ে ছোট নৌকোখানি সামান্য তৃণখণ্ডের মত সমুদ্রের বুকে লাফাতে লাগল। সকলেরই ভয় হ'ল, নৌকো বুঝি আর বাঁচে না!

খৃষ্টের শিষ্যেরা উন্মাদের মত আর্ত্তনাদ করতে আরম্ভ করলেন, কিন্তু খৃষ্ট তখনো নিদ্রামগ্ন! এমন তুমুল ঝড়েও তাঁর ঘুম ভাঙেনি, তিনি কিছুই এর জানতে পারলেন না।

উত্তাল সাগরে ঝড়ের বেগ ক্রমেই বেড়ে চল্‌ল, শিষ্যেরা অগত্যা খৃষ্টকে জাগিয়ে বল্‌লেন, "প্রভু, আমরা যে মরতে যাচ্ছি,—আমাদের রক্ষা করুন!"

খৃষ্ট উঠে দাঁড়ালেন আর বিরক্ত হয়ে শিষ্যদের বললেন, "জগৎপিতার প্রতি যদি তোমাদের অচলা ভক্তি থাকত, তা হ'লে কখনো এমন কথা মুখে আনতে না!"

তারপর সমুদ্রের দিকে হাত বাড়িয়ে, আদেশ করবার স্বরে তিনি বললেন, "থামো—থামো—শান্ত হও।"

আশ্চর্য্য কাণ্ড! তৎক্ষণাৎ ঝড়ের বেগ থেমে গেল, সমুদ্র নিস্তরঙ্গ নিথর হয়ে শান্ত ছেলেটির মত ঘুমিয়ে পড়ল!

শিষ্যেরা তো অবাক্! ভক্তি ও বিস্ময়ে আত্মহারা হয়ে তারা খৃষ্টের সৌম্য বদনের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল।

ঈশ্বরে যাঁরা বিশ্বাস করেন, জীবনের কোন ঝড়-ঝঞ্ঝাই তাঁদের বিপন্ন করতে পারে না! সমস্ত বিপদ্‌ই তাঁরা শান্ত ভাবে অতিক্রম ক'রে যান।

অন্ধের দৃষ্টিলাভ

খৃষ্ট একদিন শমরিয়ার এক নগরের মধ্য দিয়ে যিরু-শালেমের দিকে যাচ্ছিলেন। শিষ্যগণও তাঁর সঙ্গে ছিলেন। এই নগরের এক বড় রাস্তায় ব'সে এক জন্মান্ধ ভিক্ষা করত।

সে কতদিন খৃষ্টের আশ্চর্য্য ক্ষমতার কথা শুনেছে! সে শুনেছে—কত খোঁড়া, কত অন্ধ, কত অসুস্থ তাঁর হাতের স্পর্শে ভাল হয়ে গেছে! তার বড় আশা ছিল, কোনদিন এই মহাজনের আশীর্ব্বাদে সেও ভাল হয়ে যাবে। আজ সে শুনতে পেল, খৃষ্ট এই রাস্তা দিয়েই যাবেন।

তার হৃদয় আনন্দে ভ'রে উঠল। তাহ'লে সত্যই কি সে দৃষ্টিশক্তি লাভ করবে? সত্যই কি ভগবানের দেওয়া ফল-ফুল, গাছপালা, জগতের সব-কিছু সুন্দর জিনিষ দেখবার সৌভাগ্য আজ তার হবে? খৃষ্টের করুণায় তা' কি কখনো সম্ভব হ'তে পারে না?

হঠাৎ চারধারে কলরব হ'তে লাগল। অন্ধ বুঝতে পারল খৃষ্ট ঐ পথ দিয়ে যাচ্ছেন। সে লাফিয়ে উঠে গোলমাল লক্ষ্য ক'রে তাঁর দিকে দৌড়ে গেল। আর চীৎকার ক'রে বলতে লাগল, "প্রভু, আমার প্রতি দয়া করুন, আমার প্রতি দয়া করুন।"

এত ভীড়ের মধ্যেও তার এই কাতর স্বর খৃষ্ট শুনতে পেলেন। তিনি সেদিকে তাকিয়ে দেখলেন, এক অন্ধ পাগলের মত ছুটে আসছে!

তিনি এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি কি চাও? আমি তোমার জন্য কি করতে পারি?"

এই ভরসা পাওয়ামাত্র সে ব'লে উঠল, "আমি যেন চোখে দেখতে পাই প্রভু!"

খৃষ্ট এক মুহূর্ত্ত নীরব থেকে বলে উঠলেন, "আচ্ছা, তাই হবে। তোমার বিশ্বাস তোমাকে সুস্থ করুক।"

খৃষ্টের কথার সঙ্গে-সঙ্গেই চক্ষু তার খুলে গেল! সে দেখলে, তার চারপাশে এক অপূর্ব্ব জগৎ! গাছপালা, ফল-ফুল, কত পাখী, কত জিনিষ,—কত বিচিত্র ঐশ্বর্য্যের সমারোহ!

ভিখারী বুঝতে পারলে, আজ সে কত ভাগ্যবান্, আজ সে দৃষ্টিশক্তির অধিকারী! জীবনে যে আনন্দ সে কখনো পায়নি, আজ তাই সে পেয়েছে! যাদের মুখ সে কখনো দেখেনি, আজ তাদের সে দেখল, আর সেই সঙ্গে দেখল তার চক্ষুদাতার করুণ মুখখানি! সমস্ত জগৎ আজ তার কাছে এক নূতন ভাবে দেখা দিয়েছে। জন্মান্ধের জীবন যেন আজ এক নূতন রঙে রঙিন হয়ে উঠল!

প্রায় দু' হাজার বছর আগে, খৃষ্ট সেদিন যে জন্মান্ধ ভিখারীকে দৃষ্টিশক্তির ঐশ্বর্য্যে সমৃদ্ধ করেছিলেন, আজও তাঁর সেই কাজ শেষ হয়নি। আজও তাঁর বাণী, তাঁর আদর্শ, জগতের কোটি-কোটি লোককে যথার্থই দৃষ্টিশক্তির ঐশ্বর্য্যে সমৃদ্ধ ক'রে তুলছে—ক্রমশঃই তাদের চোখ খুলে যাচ্ছে!

পক্ষাঘাতগ্রস্তের উদ্ধার

কিছুদিন পরে খৃষ্ট আবার একদিন কফরনাহুমে গেলেন। তাঁর আগমনে সারা সহরে বিপুল আনন্দের সাড়া প'ড়ে গেল—তাঁকে দেখবার জন্য উৎসুক জনগণ দলে-দলে এসে ভীড় করতে লাগল। সেখানকার যত জ্ঞানী ও সাধারণ লোক সকলেই তাঁর কাছে এল তাঁর সুন্দর উপদেশ শোনবার জন্য।

একজন পক্ষাঘাতগ্রস্ত লোক অনেক দিন অসুখে ভুগছিল। তার আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধুবান্ধবগণ খৃষ্ট এসেছেন জানতে পেরে, তাকে একটি খাটে শুইয়ে তাঁর কাছে নিয়ে এল। কিন্তু ভীড় সেখানে এত যে, সেখানে প্রবেশ করে কার সাধ্য! এম্‌নি অবস্থায় তারা কি যে করবে, কিছুক্ষণ তা' বুঝতেই পারলে না। অবশেষে কোন উপায় না দেখে, যে ঘরে খৃষ্ট ছিলেন, তারা সেই ঘরের ছাদের উপর উঠল, আর সেখানকার ছাদের খোলা সরিয়ে কিছু অংশ ফাঁক ক'রে ফেল্‌ল। তারপর দড়ি দিয়ে খাটশুদ্ধ সেই রোগীকে খৃষ্টের সাম্‌নে নীচে নামিয়ে দিল।

খৃষ্ট তাদের আগ্রহ ও বিশ্বাস দেখে আশ্চর্য্যান্বিত হ'লেন। সমবেত লোকেরাও বড়ই বিস্মিত হ'ল।

তখন খৃষ্ট সেই রোগীকে বল্‌লেন, "হে সন্তান, তুমি আশ্বস্ত হও, তোমার কোন ভয় নেই!"

রোগী বুঝতে পারল খৃষ্ট তার প্রতি করুণাবিষ্ট হয়েছেন। তার হৃদয় আনন্দে ভরপূর হয়ে গেল।

তারপর খৃষ্ট বল্‌লেন, "ওঠ, তুমি তোমার খাট নিয়ে ঘরে চ'লে যাও!"

বিপন্নের ত্রাণকর্ত্তা খৃষ্টের আকাঙ্ক্ষা কি বৃথা হ'তে পারে? তখনই এক অসম্ভব ব্যাপার চোখের সম্মুখে সম্ভব হয়ে গেল! সেই পক্ষাঘাতগ্রস্ত জড় ব্যক্তি সকলের সাম্‌নে উঠে দাঁড়াল, তারপর সম্পূর্ণ সুস্থ সবল যুবকের মত তার খাটখানি নিজের কাঁধে তুলে নিল।

আনন্দে তার মুখ-চোখ উজ্জ্বল, কণ্ঠে শুধু খৃষ্টের জয়-গান! সে তার খাটখানি কাঁধে তুলে, অনায়াসে বয়ে নিয়ে বাড়ী চ'লে গেল!

এই আশ্চর্য্য ঘটনা দেখে উপস্থিত সকলে বিস্মিত হ'ল আর ভগবানের গৌরব গান করতে লাগল।

বিশ্রাম-দিন পালন

ইহুদীরা শনিবার দিনটিকে বিশ্রাম-দিন ব'লে মান্‌ত। তার আগের দিন থেকেই সে সম্বন্ধে সকলকে সাবধান

ক'রে দেওয়া হ'ত। যিরুশালেমের মন্দিরে ঘণ্টা বাজতে সুরু করত, লোকজন তাতে জানতে পারত বিশ্রাম-দিন আরম্ভ হয়েছে।

সেদিন আর কেউ কোন কাজে হাত দিবে না, পথে হাঁটবে না, কেবল ধর্ম্মচিন্তায় দিন কাটাবে; এমন কি, সেদিন রান্না পর্য্যন্ত বন্ধ থাকত। কাজেই খাওয়ার বন্দোবস্ত ক'রে রাখা হ'ত তার আগের দিন। সেদিন কোন বিপদ-আপদ হ'লেও কেউ চিকিৎসকের সাহায্য নিতে পারত না, ঘরে আগুন লাগলেও নিভিয়ে দেবার চেষ্টা হ'ত না,—এমনই ছিল তখন কুসংস্কার! অথচ এই কুসংস্কারের বিরুদ্ধে কারও একটা কথা বলবারও সাহস ছিল না।

যিরুশালেমের নিকটবর্ত্তী বৈৎসদা গ্রামে একটি প্রস্রবণ ছিল। সেখানে মাঝে-মাঝে এমন জল বা'র হ'ত যে, তাতে স্নান করলে লোকে ব্যাধিমুক্ত হ'ত। এই প্রস্রবণের পাশে একজন পক্ষাঘাতগ্রস্ত লোক আটত্রিশ বৎসর ধ'রে প'ড়ে ছিল। অথচ তার এমন কেউ ছিল না যে তাকে এই জলে স্নান করাবার জন্য এগিয়ে নিয়ে যায়।

সেদিন বিশ্রাম-বার, খৃষ্ট ঐ পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন। সেই হতভাগ্যকে দেখে করুণায় তাঁর হৃদয় বিগলিত হয়ে গেল; তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি কি ভাল হ'তে চাও?"

এই প্রশ্নে তার চোখ জলে ভ'রে এল। সে বল্‌ল, "মহাশয়, আমাকে তুলে এগিয়ে দেবার লোক ত' কেউ নেই! তাই আজ আটত্রিশ বছর এমনি ভাবে আমি নিরাশ হয়ে প'ড়ে আছি।"

খৃষ্ট সস্নেহে বল্‌লেন, "আচ্ছা, নিরাশ হয়ো না, ওঠো; আর তুমি তোমার বিছানা নিয়ে ঘরে চ'লে যাও।"

কথার সঙ্গে-সঙ্গে সেই পক্ষাঘাতগ্রস্ত লোকটির সমস্ত ব্যাধি দূর হয়ে গেল,—দেহে তার অপূর্ব্ব শক্তি ফিরে এল। সে নূতন এক জীবনের স্বাদ প্রথম আস্বাদন করলে।

এ কথা চারদিকে ব্যাপ্ত হয়ে গেল। ইহুদীদের অনেকে বলতে লাগল, "বিশ্রাম-দিনে লোককে ভাল করা হয়েছে—অতএব খৃষ্ট যথেষ্ট অন্যায় করেছেন।"

তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র চলতে লাগল, কেমন ক'রে তাঁকে উপযুক্ত শাস্তি দেওয়া যায়! তারা অনেক মিথ্যা অপবাদও দিতে লাগল। কিন্তু এত সব সত্ত্বেও লোকেরা—বিশেষতঃ দীন-দুঃখী পাপী-তাপী—তাঁর পশ্চাৎ-পশ্চাৎ যেতে লাগল!

শিক্ষাদান

পূর্ব্বেই আমরা জেনেছি ইহুদীরা শনিবার দিনকে বিশ্রাম-দিন ব'লে মানত। একদিন এক শনিবারে খৃষ্টের শিষ্যেরা

গমের ক্ষেতের মধ্য দিয়ে যেতে-যেতে কিছু শিষ নিয়ে হাতে মেড়ে খেয়েছিলেন। এই অপরাধে ইহুদী-সমাজের বড়-বড় নেতারা ভয়ানক ক্রুদ্ধ হ'ল।

তারা বল্‌লে, "বিশ্রাম-দিনে শস্যছেঁড়া মহা অপরাধ। আর খৃষ্ট এই অন্যায়ের সাহায্য করছেন।" এই ব'লে নেতারা সকল লোককে তাঁর বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলতে লাগল। তা ছাড়া, আর-একটি ব্যাপারে দোষ-ধরার কাজে তাদের সুবিধা হ'ল খুব বেশী।

একটি লোকের হাত একেবারে শুকিয়ে অস্থিসার হয়ে গিয়েছিল। কতবারই সে খৃষ্টের কাছে এসেছিল ভাল হ'তে! কিন্তু ভীড়ের জন্য সে তাঁর কাছে এগুতেই পারেনি। আজ বিশ্রাম-দিন, তাই সুবিধা পেয়ে সে খৃষ্টের সামনে এসে দাঁড়াল। চারধারে বিপক্ষবাদীরা অপেক্ষা করতে লাগল তিনি কি করেন তাই দেখবার জন্য!

খৃষ্ট তাদের মনের ভাব বুঝতে পারলেন। কিন্তু কিছুমাত্র ভ্রূক্ষেপ না ক'রে তিনি লোকটিকে বল্‌লেন, "হাত বাড়াও।"

খৃষ্টের আদেশের সঙ্গে-সঙ্গে তার পীড়িত দুর্ব্বল হাতে যেন কোথা হ'তে শক্তির সঞ্চার হ'ল! সে তৎক্ষণাৎ খৃষ্টের সম্মুখে তার হাত বাড়িয়ে দিলে।

এই দেখে তাঁর শত্রুরা রাগে অন্ধ হয়ে চ'লে গেল। কিন্তু অন্য লোকেরা তাঁর সুন্দর উপদেশ শুনবার জন্য অপেক্ষা করতে লাগল। তারা তাদের সব কাজ ছেড়ে তাঁর সঙ্গে-সঙ্গে যেত শুধু তাঁর অমূল্য উপদেশ শুনবার জন্য! তাঁর প্রত্যেকটি কথা তাদের মনে যেন অফুরন্ত শান্তি ঢেলে দিত!

খৃষ্ট এক জায়গায় গিয়ে ভাল হয়ে বসলেন। বস্‌তেই মুহূর্ত্তমধ্যে এক বিপুল জনতা তাঁর সম্মুখে উপস্থিত হ'ল।

তিনি বল্‌লেন, "দান করা ভাল, একথা তোমরা শুনেছ। কিন্তু লোককে দেখাবার জন্য কখনো দান্ করো না; তোমার বাঁ-হাত যেন জানতে না পারে যে তোমার ডান-হাত কি দান করছে! তারপর আর একটা কথা। লোকের কাছে শুধু বাহবা পাবার জন্য কখনো উপবাস করো না। উপবাস করলে গোপনে করো, যেন কেবল ভগবান্‌ই তোমার উপবাসের কথা জান্‌তে পারেন।

ভগবানের উপর সম্পূর্ণ ভরসা রেখো। ভবিষ্যতের কথা ভেবে ব্যাকুল হ'য়ো না। প্রার্থনা করতে কখনো ঢাক পিটিয়ে প্রার্থনা করো না, নির্জ্জনে করো। লোকে যেন তোমার প্রার্থনার কথা জানতে না পারে। আর তোমাদের প্রার্থনা যেন এই ধরণের হয় ঃ—

হে আমাদের স্বর্গস্থ পিতা! আপনার নাম পবিত্র ব'লে মান্য হোক্। আপনার প্রেমের রাজ্য জগতে আসুক। স্বর্গের ন্যায় পৃথিবীতে আপনার ইচ্ছা পূর্ণ হোক্। আমাদের আজ আহার দিন। আমরা যেমন অন্যদের অপরাধ ক্ষমা করি, আপনিও তেম্‌নি আমাদের অপরাধ ক্ষমা করুন। আর যা কিছু প্রলোভন ও পাপ, তাই থেকে আমাদের রক্ষা করুন। আপনার রাজ্য ও মহিমা যুগে-যুগে ধন্য হোক্।"

পাঁচ হাজার লোককে খাওয়ান

খৃষ্ট জনতা থেকে দূরে গিয়ে নির্জ্জনে থাকবার জন্য একদিন বৈৎসদার কাছে এক মরু-প্রান্তরে চ'লে গেলেন। কিন্তু জনতা সেখানেও তাঁকে পরিত্যাগ করল না। সকলেই তাঁর উপদেশ শুনতে চায়; আর যারা পীড়িত ও অথর্ব্ব, তারাও তাঁর অনুগ্রহে ভাল হ'তে চায়। এই দেখে তাঁর মনে দয়া হ'ল। তিনি তখন সেই মরু-প্রান্তরেই তাদের শিক্ষা দিতে লাগলেন,—আর যারা অসুস্থ, তাদের ভাল করতে লাগলেন।

এদিকে বেলা শেষ হয়ে গেল, সূর্য্য অস্ত যায়-যায়! তবুও লোকদের সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। তখন তাঁর শিষ্য পিতর্ এসে খৃষ্টকে বল্‌লেন, "প্রভু, রাত হয়ে এল,

অথচ এখান থেকে কেউ যে যাচ্ছে না! এই প্রান্তরে এরা খাবে কি? এখানে কিছুই পাওয়া যায় না। আপনি এখন এদের সকলকে ঘরে ফিরে যেতে বলুন। সকাল থেকে এরা কিছুই খায় নি।"

প্রভু বল্‌লেন, "তোমরা এদের খেতে দাও।"

সে কথা শুনে তো শিষ্যরা অবাক্! এত লোককে খাওয়ানো, আর এই প্রান্তরে যেখানে কিছুই পাওয়া যায় না! সে যে অসম্ভব! কিন্তু তখনকার জন্য শিষ্যরা ভুলে গিয়েছিলেন যে, প্রভুর পক্ষে কিছুই অসম্ভব নয়।

তাঁর শিষ্য ফিলিপ বল্‌লেন, "প্রভু, এ কি সম্ভব?"

তখন খৃষ্ট তাদের বল্‌লেন, "কেন সম্ভব নয়? যাও, খোঁজ কর—কার কাছে কি খাবার আছে!"

বহুক্ষণ খোঁজ করার পর দেখা গেল, একটি ছেলের কাছে পাঁচখানা মাত্র রুটি ও দু'টি মাছ আছে।

শিষ্যেরা নিরাশ হয়ে ফিরে এলেন। এত লোকের মধ্যে পাঁচখানা রুটি ও দু'টি মাছ দিয়ে কি হবে?

প্রভু তাদের কাছে ডাকলেন আর বল্‌লেন, "ঐ রুটি আর মাছই নিয়ে এসো।"

শিষ্যেরা তাই-ই নিয়ে এলেন। খৃষ্ট ঐ রুটি আর মাছ হাতে নিয়ে ভগবানের কাছে কিছুক্ষণ কি প্রার্থনা

করলেন। তারপর বল্‌লেন, "যাও, সকলকেই একটু একটু ক'রে ভেঙে খেতে দাও।"

ওদিকে জনতার লোকেদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, খৃষ্ট কোন-না-কোন উপায়ে তাদের খাওয়াবেনই। তারা তাই আগে হ'তেই সারি-সারি ব'সে গিয়েছিল।

খৃষ্টের আদেশে শিষ্যরা সেই সামান্য রুটি ক'খানি ও মাছ দু'টি ভেঙে তাদের দিতে লাগলেন, কিন্তু আশ্চর্য্য, সে খাবার আর ফুরোয় না! সকলে খেয়ে-দেয়ে পরিতৃপ্ত হ'ল, তবু অনেক রুটি ও মাছ উদ্বৃত্ত রয়ে গেল।

এই অদ্ভুত ঘটনা দেখে সবাই তাঁর নামের গৌরব করতে লাগল। তারা বুঝতে পারল, ইনি তাদের সাধারণ গুরু নন্‌।

কিন্তু সম্ভবতঃ এ কথাটা তখনও কেউ বুঝতে পারেনি যে, ভবিষ্যতে যাঁর আদর্শ ও উপদেশ সারা পৃথিবীর নৈতিক পরিপুষ্টি সাধন করবে, আজ তাঁর পক্ষে দৈহিক পরিপুষ্টির জন্য খাদ্য সরবরাহ করা একেবারেই অসাধ্য নয়।

শিষ্যদের পা ধোওয়ান

খৃষ্ট বুঝতে পেরেছিলেন যে, তাঁর কাজের দিন ক্রমশঃই শেষ হয়ে আসছে। কারণ, কতকগুলো ইহুদী

তাঁকে 'মশীহ' বা ত্রাণকর্ত্তা ব'লে মনে করলেও, অধিকাংশ ইহুদী ছিল তাঁর বিরোধী। তারা তাঁকে 'মশীহ' ব'লে মনে করতে পারে নি।

ইহুদীরা ব্যস্ত থাকত তাদের নিজেদের জাতিগত ধর্ম্ম ও দেবতা নিয়ে। কিন্তু খৃষ্ট তো তা' করেন নি। তিনি সমস্ত মানুষের যিনি উপাস্য, তাঁকেই সকলের পিতা ব'লে প্রচার করছিলেন।

তারপর আর একটা বিষয়ে ছিল তাঁর সঙ্গে অনৈক্য। ইহুদীরা ছিল তাদের পুরোহিতদের অধীন। ইহুদীদের ধর্ম্মগত বিধান ও বাধা-নিষেধগুলি যাতে মেনে চলা হয়, তাদের পুরোহিতরা দিন-রাত তাই নিয়েই ব্যস্ত থাকত। কেউ যদি তাদের বিধি ও নিষেধগুলি না মানত, তা হ'লে পুরোহিতরা তার বিচার করত। কিন্তু খৃষ্ট এ সবের ধার ধারতেন না। পুরোহিতদের বিধি-নিষেধ মানবার চেষ্টা তিনি কোনদিনই করেন নাই।

বিশ্রাম-দিনে কেউ কোন কাজ করবে না, এই ছিল তাদের অনুশাসন। কিন্তু খৃষ্ট সেদিনও কত কাজ ক'রে গেছেন, কতজনকে উপদেশ দিয়েছেন, কত পীড়িত ব্যক্তিকে ভাল করেছেন!

শমরীয়দিগকে সবাই অস্পৃশ্য মনে করত। কিন্তু

খৃষ্টের কাছে সবাই ছিল সমান। বরং শমরীয়দিগের মধ্যেও যে মহৎ দয়াগুণ দেখতে পাওয়া যায়, তিনি তার উদাহরণ দিয়ে গেছেন। কাজেই তিনি নিশ্চিত বুঝে নিয়েছিলেন যে, ইহুদী-সমাজ—তথা তাদের পুরোহিত ও পাণ্ডিত্য-গর্ব্বী ফরিশী-সম্প্রদায় কিছুতেই বেশীদিন এসব সহ্য করবে না। তিনি তাই খুব তাড়াতাড়ি তাঁর শিক্ষাদানের কাজ শেষ ক'রে যেতে চাইছিলেন। সেইজন্য তিনি তাঁর শিষ্যদের কয়েকজনকে ধর্ম্ম-প্রচারের জন্য দেশ-বিদেশেও পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু মাঝে-মাঝে তাঁর মনে বড় একটা কষ্ট হ'ত যে, শিষ্যরা এখনও তাঁর ভাবে অনুপ্রাণিত হ'তে পারলেন না! এখনও তাঁরা সম্মানের জন্য লালায়িত, নম্রতা তাঁদের মনঃপূত নয়! ধর্ম্মের জন্যও কষ্ট স্বীকার করতে তাঁরা প্রস্তুত নন্!

খৃষ্ট একদিন একটি ছোট শিশুকে তাঁদের সামনে বসিয়ে নম্রতা শিক্ষা দিয়েছিলেন। তখনকার জন্য তাঁদের মন নম্র হয়েছিল বটে, কিন্তু পরে আবার তাঁরা তর্ক-বিতর্ক সুরু ক'রে দিলেন এই নিয়ে যে, খৃষ্টের মৃত্যু হ'লে, তাঁদের মধ্যে কে তখন খৃষ্টের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শিষ্যরূপে সকলকে পরিচালিত করবেন? তাঁরা ঠিক বুঝতে পারেন নি যে, খৃষ্টের আদর্শ-অনুযায়ী এক ধর্ম্ম-রাজ্য সংস্থাপন করবার

পূর্ব্বে তাঁদের সকলকেও অনেক দুঃখ-কষ্ট সহ্য করতে হবে, সম্মানের বদলে অসম্মানের বোঝা মাথায় তুলে নিতে হবে।

খৃষ্ট এ সব দেখে খুবই দুঃখ পেলেন, তাই তিনি তাঁদের সামনে নিজের জীবন দিয়ে এক আদর্শ রাখতে চাইলেন। সে আদর্শ এমন আদর্শ যে, তা দেখে জগতের সামনে তাঁরা সকল দুঃখ, সকল কষ্ট বরণ ক'রে নেবেন আর তাই হবে খৃষ্টের শিষ্যের সব চেয়ে বড় পুরস্কার।

একদিন তাঁর শিষ্যেরা এক জায়গায় সমবেত হয়েছেন এমন সময় খৃষ্ট এক গামলা জল নিয়ে ও কোমরে গামছা বেঁধে প্রত্যেক শিষ্যের কাছে গিয়ে নতজানু হয়ে তাঁর পা ধুইয়ে ও মুছিয়ে দিতে আরম্ভ করলেন।

পিতর্ এ দৃশ্য সহ্য করতে পারলেন না। তিনি বল্‌লেন, "প্রভু, এ কখনো হ'তে পারে না। আপনি আমার গুরু, আমি আপনাকে আমার পা ধোয়াতে দেব না।"

খৃষ্ট বল্‌লেন, "তা হ'লে তোমার সাথে আমার কোন সম্পর্ক থাকবে না।"

তখন পিতর্ কুণ্ঠিত হ'য়ে তাঁকে পা ধুইয়ে দিতে দিলেন। কিন্তু তাঁর এই আচরণে প্রত্যেক শিষ্যই হতবুদ্ধি হয়ে গেলেন। তাঁদের প্রভু আজ তাঁদের সামনে নতজানু

হয়ে তাঁদের জুতো খুলে, ধূলোমাখা পা ধুইয়ে দিচ্ছেন! তাঁদের সকল গর্ব্ব চুরমার হয়ে গেল।

খৃষ্ট তখন বল্‌লেন, "তোমরা আমাকে 'প্রভু' ব'লে সম্বোধন কর। আমি তোমাদের প্রভু হয়ে যদি তোমাদের পা ধুইয়ে দিতে পারি, তবে তোমরা কি পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি দেখাতে পার না, পরস্পরকে সেবা করতে পারবে না ?"

সেদিন শিষ্যেরা তাঁদের ত্রুটী খুব বেশী ক'রে বুঝতে পেরেছিলেন। এর পর নম্রতার শিক্ষা খৃষ্টকে আর কখনো দিতে হয়নি।

খৃষ্টের দুঃখভোগ

খৃষ্ট বুঝতে পেরেছিলেন তাঁর মৃত্যু সন্নিকট; সেজন্য তিনি তাঁর শিষ্যদের ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত করছিলেন, যেন তাঁর অবর্ত্তমানে তাঁরা ছত্রভঙ্গ হয়ে না পড়েন।

ফরিশীরা ও ইহুদী-সমাজের নেতারা খৃষ্টের অদ্ভুত ক্ষমতা দেখে হিংসা করতে লাগল। সাধারণ লোকেরা আর তাদের কথা শুনতে চায় না, খৃষ্টের কথা শুনবার জন্য ব্যাকুল হয়; এ দেখে তারা বড় ভয় পেল। সকলে মিলে খৃষ্টের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতে লাগল, কি ক'রে

তাঁকে বিপদে ফেলে তাঁর জীবন শেষ ক'রে দিতে পারে। এই বিষয় নিয়ে তারা অনেক পরামর্শ করতে লাগল। তাদের এক সুবিধাও এসে পড়ল। খৃষ্টের বারজন শিষ্যের মধ্যে যিহুদা নামে একজন শিষ্য বড় দুর্ব্বলমনা ছিলেন। ফরিশীরা তাঁর দুর্ব্বলতার কথা জান্‌তে পেরে তাঁকে টাকার লোভ দেখিয়ে খৃষ্টকে ধরিয়ে দেবার কথা বল্‌ল। যিহুদার টাকার লোভ ছিল খুব বেশী, সে এই সুযোগ পেয়ে রাজী হ'ল।

খৃষ্ট বৃহস্পতিবার রাতে শিষ্যদের নিয়ে জৈতুন পর্ব্বতের উপর গেৎশিমানি নামে এক জায়গায় উপস্থিত হলেন। সেখানে এক বাগান ছিল, তিনি তাতে প্রবেশ করলেন।

তাঁর ইচ্ছা ছিল সারারাত তিনি প্রার্থনায় কাটাবেন। কারণ, তিনি বুঝতে পেরেছিলেন তাঁর মৃত্যু আসন্নপ্রায়। তিনি শিষ্যদের বাইরে অপেক্ষা করতে ব'লে নিজে একাকী বাগানের ভিতরে চ'লে গেলেন। অনেকক্ষণ প্রার্থনা করবার পরে ফিরে এসে দেখলেন, শিষ্যেরা সবাই ঘুমিয়ে পড়েছেন।

তিনি বল্‌লেন, "তোমরা কি এটুকু সময়ও আমার সঙ্গে জেগে থাকতে পার না? তোমরা সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকবে, এই আমার একান্ত অনুরোধ!"

তারপর খৃষ্ট তাদের নিয়ে যেই বাগান থেকে বেরিয়ে আসছেন এমন সময় দূরে দেখলেন, একদল সৈন্য হাতে বর্শা ও মশাল নিয়ে তাদের দিকেই আস্‌ছে। আর তাদের সকলের আগে যিহুদা। তিনিই তাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে আস্‌ছিলেন।

যিহুদা আগেই সৈন্যদের ব'লে রেখেছিলেন, তিনি যাকে প্রণাম ক'রে চুমো খাবেন, তাঁকেই যেন তারা বন্দী করে,—তিনিই খৃষ্ট।

যিহুদা সেই অনুসারে খৃষ্টের কাছে এসে তাঁকে প্রণাম ক'রে চুমো খেতেই সৈন্যরা তাঁর সঙ্কেত বুঝে নিলে। খৃষ্টও তাঁর দৈব ক্ষমতা-বলে আগেই সব জানতে পেরেছিলেন। তিনি যিহুদাকে বল্‌লেন, "যিহুদা, শেষ-কালে চুমো খেয়ে তুমি তোমার গুরুকে ধরিয়ে দিলে ?"

যাহোক্, তিনি সৈন্যদের দিকে এগিয়ে যেয়ে বল্‌লেন, "তোমরা কাকে চাও ?"

সৈন্যরা বল্‌লে, "আমরা খৃষ্টকে চাই।"

তিনি বল্‌লেন, "আমিই সেই খৃষ্ট।"

তৎক্ষণাৎ সৈন্যরা তাঁকে বন্দী ক'রে ফেল্‌লে।

খৃষ্ট বল্‌লেন, "তোমরা বর্শা ও তরবারি নিয়ে কেন

এসেছ ? আমি কি তোমাদের মধ্যে সর্ব্বদা ঘুরে বেড়াই না ? তবে এত সব আয়োজন কেন ?”

খৃষ্টকে গ্রেপ্তার করায়, তাঁর শিষ্যরা বড়ই ক্রুদ্ধ হলেন। পিতর্ একটি সৈনিকের কান তরবারি দিয়ে কেটে ফেল্লেন।

খৃষ্ট অসন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে বল্লেন, “ছিঃ! একাজ করলে কেন পিতর্? তুমি কি মনে কর যে, আমার পিতা—ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করলে তিনি আমাকে এদের হাত থেকে রক্ষা করতেন না ?

আমি তো সে সবই পারতাম পিতর্! কিন্তু আমি যদি নিজেকে বাঁচাবার চেষ্টা করি, তাহ’লে যে আমার আদর্শ পরিপূর্ণ হয় না—ধর্ম্মশাস্ত্র মিথ্যা হয়ে যায়।”

এই ব’লে তিনি সেই কানকাটা সৈনিকের ক্ষতস্থানে নিজের পদ্মহস্ত বুলিয়ে দিলেন। আর তখনই তার কানটি সম্পূর্ণ ভাল হয়ে গেল।

তারপর সৈন্যরা খৃষ্টকে ধ’রে নিয়ে গেল। সঙ্গে-সঙ্গে পাপীর কাছে ধর্ম্মের এক বিচারের প্রহসন ঘনিয়ে এল।

পিতর্

খৃষ্টের বারজন শিষ্যের মধ্যে পিতর্‌ই ছিলেন সব বিষয়ে অগ্রণী। খৃষ্টকে যখন ধ’রে নিয়ে গেল তখন

অধিকাংশ শিষ্যই পালিয়ে গেল, কিন্তু পিতর্ ও যোহন একেবারে পালিয়ে গেলেন না, দূর্ থেকে সব-কিছু দেখতে লাগলেন।

সৈন্যরা খৃষ্টকে ধ'রে ইহুদীদের প্রধান যাজকের কাছে নিয়ে গেল। যোহনের সঙ্গে প্রধান যাজকের জানাশোনা থাকায় তাঁর পক্ষে ঘরের মধ্যে যাওয়ার কিছুমাত্র অসুবিধা হ'ল না। কিন্তু পিতর্ বাইরের উঠানেই দাঁড়িয়ে রইলেন।

উঠানে তখন আগুন জ্বলছিল আর তার চারপাশে অনেক লোক জমা হয়েছিল। সেখানে একজন স্ত্রীলোক পিতর্কে দেখে বল্‌লে, "তুমিও কি খৃষ্টের শিষ্যদের একজন নও?"

পিতর্ একজন শ্রেষ্ঠ শিষ্য হয়েও ভয়ে মুষড়ে পড়লেন। তিনি বল্‌লেন, "না নারী, আমি ত তাঁকে চিনি না!"

কিছু পরে আবার একজন লোক পিতর্কে বল্‌ল, "তুমিও তাদেরই একজন।"

পিতর্ বল্‌লেন, "না, তুমি ভুল বল্‌ছ—আমি নই।"

এর প্রায় এক ঘণ্টা পরে আর একজন লোক পিতর্কে দেখিয়ে বল্‌ল, "এ লোকটিও খৃষ্টের লোক।"

পিতর্ এবার কিছুই জানেন না এমন ভাণ ক'রে বললেন, "তুমি কি বলছ, আমি তা' বুঝতে পারছি না।"

ঠিক এই সময় তিনি দেখলেন, খৃষ্ট উপরের বারান্দা থেকে তাঁরই দিকে তাকিয়ে রয়েছেন!

এ দৃশ্য দেখে তাঁর মাথা হেঁট হয়ে গেল। অনুতাপে তাঁর হৃদয় ভ'রে গেল। এর পর থেকে পিতর্ নিজ জীবনের ধারা বদ্‌লে ফেল্‌লেন এবং খৃষ্টের প্রকৃত সেবক হয়ে উঠ্‌লেন।

রোমের সম্রাট্ নীরোর সময় যখন খৃষ্টের শিষ্যদের উপর অকথ্য অত্যাচার হচ্ছিল, তিনিই তখন তাঁদের আশা ও ভরসা জুগিয়েছেন। তারপর তাঁকেও অব্যাহতি দেওয়া হয় নি। সম্রাট্ তাঁকে ক্রুশে বিদ্ধ করবার আদেশ দেন।

তাঁকে যখন ক্রুশে দিতে নিয়ে যাওয়া হয়, তখন তিনি তাদের উদ্দেশ ক'রে বলেছিলেন, "তোমরা আমাকে আমার প্রভুর মত ক্রুশে দিও না; কারণ, তাঁর ও আমার সঙ্গে অনেক তফাৎ। আমি তাঁর যোগ্য নই। আমার মাথা নীচের দিকে ও পা উপর দিকে ক'রে দিও।"

তিনি হাসিমুখে নিজের প্রভুর জন্য জীবন উৎসর্গ ক'রে জগতের সামনে এক উজ্জ্বল আদর্শ রেখে গেছেন।

পাপীয়সীর পরিবর্তন

খৃষ্টকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, এই সংবাদে সমগ্র ইহুদী-সমাজে মহা সাড়া প'ড়ে গেল। যাজকগণ, ফরিশী-সম্প্রদায় ও অধিকাংশ সাধারণ ইহুদী—প্রায় সকলেই তাঁর বিরোধী; সকলেই তাঁকে যেন এক অস্বাভাবিক বিষ-দৃষ্টিতে দেখেছিল!

খৃষ্ট তাদের কাছে কোন্ অপরাধ না করেছেন ?—

একদিন এক দুষ্টা স্ত্রীলোককে তাদের দেশীয় শাসন-বিধি অনুসারে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়েছিল। মহা-আড়ম্বরে সেই হতভাগিনীকে বধ্যভূমিতে নিয়ে যাওয়া হ'ল। প্রান্তরের মাঝখানে তাকে শক্ত ক'রে এক কাষ্ঠ-খণ্ডের সঙ্গে বন্ধন করা হ'ল, আর তার চতুর্দ্দিকে ঘিরে দাঁড়াল অসংখ্য নর-নারী। তাদের প্রত্যেকের হাতেই একটি ক'রে প্রস্তরখণ্ড!

প্রস্তর নিয়ে উদ্যত হস্তে সকলেই প্রস্তুত—কেবল আদেশের প্রতীক্ষা। আদেশ পাওয়ামাত্র শত-শত প্রস্তর-খণ্ড হতভাগিনীর মস্তকে বর্ষিত হবে, আর সঙ্গে-সঙ্গে তার মস্তক চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে ও তার রক্তাক্ত প্রাণহীন দেহ লুটিয়ে পড়বে ভূমিতলে!

ইহুদী-সমাজে দুষ্টা নারীর এই ছিল শাস্তির বিধান।

রোরুদ্যমানা হতভাগিনী তখনো সাশ্রু-নয়নে কাতর কণ্ঠে সকলের করুণা ভিক্ষা করছিল,—আর পুনঃপুনঃ প্রতিশ্রুতি দিচ্ছিল যে, সে আর কখনো অসৎ পথে গমন করবে না।

কিন্তু কে শোনে তার সেই কাতর আবেদন ? দুষ্ট যে, পাপী যে,—সমাজ তাকে কখনই ক্ষমা করতে পারে না—শাস্তি তাকে পেতেই হবে। কাজেই তাকে শাস্তি দিবার জন্য সকলেই প্রস্তুত।

এম্‌নি সময়ে সমবেত জনসঙ্ঘে হঠাৎ এক চঞ্চলতা! সকলেই চেঁচিয়ে উঠল, "খৃষ্ট! খৃষ্ট!"

করুণার প্রতিমূর্ত্তি খৃষ্ট হতভাগিনীর কাতর ক্রন্দনে বিচলিত হয়ে সহসা যেন জীবন্ত দেবতার মত সেই বধ্য-ভূমিতে আবির্ভূত হ'লেন।

তিনি এসেই জিজ্ঞাসা করলেন, "এই হতভাগিনী নারী কোন্ অপরাধে অপরাধিনী ?"

পদস্থ এক ব্যক্তি সম্মুখে এগিয়ে এসে বল্‌লেন, "এ অতি অসচ্চরিত্র স্ত্রীলোক। কাজেই শাস্ত্রীয় বিধান অনুযায়ী একে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়েছে। আর সেই মৃত্যুর বিধান হচ্ছে—প্রস্তরাঘাতে মৃত্যু।"

"বটে! প্রস্তরাঘাতে মৃত্যু!"

সৌম্য প্রশান্ত বদনে খৃষ্ট পুনরায় বল্লেন, "বেশ্। কিন্তু একটা কথা মনে রেখো। পাপীকে সাজা দিচ্ছ তার পাপের জন্য। কাজেই শাস্তিদাতা হবে এমন লোক, যে জীবনে কোনদিন কখনো কোন পাপ করে নি। তোমাদের মধ্যে যে নিষ্পাপ, সে এগিয়ে এসো সাম্‌নে। এই দুষ্টা নারীকে প্রথম আঘাত করবার অধিকারী—একমাত্র সেই নিষ্পাপ ব্যক্তি। কাজেই—কে আছ নিষ্পাপ, সে এগিয়ে এসো; আর পাপী যারা, তারা পিছিয়ে যাও।"

বিপুল জনসঙ্ঘে তখনই আবার এক চাঞ্চল্য! শত-শত উদ্যত হস্ত তখনই যেন কোন্ মন্ত্রবলে মুহূর্ত্ত-মধ্যে নুয়ে গেল, আর তাদের প্রস্তরখণ্ডগুলি ঝ'রে পড়ল সশব্দে ভূমিতলে।

তারপর সেই অসংখ্য নর-নারী—অপরাধীর মত নত-শিরে ধীরে-ধীরে কোথায় বিলীন হয়ে গেল! সুবিস্তৃত বধ্যভূমিতে প'ড়ে রইল শুধু সেই হতভাগিনী নারী, আর রইলেন মূর্ত্ত দেবতা—খৃষ্ট!

তিনি তখন তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "নারী! কে তোমার শাস্তিদাতা?"

সাক্ষাৎ মৃত্যুর হাত হ'তে অব্যাহতি লাভ ক'রে রমণী তখন আনন্দে উদ্বেল—চোখে তার আনন্দের অশ্রু—হৃদয়ে ভাবের আতিশয্য। সে অভিভূত ভাবে বল্‌লে, "কই, কাউকেই ত' দেখতে পাচ্ছি না!"

খৃষ্টের বদনে এবার সার্থক করুণার হাসি ফুটে উঠল। তিনি বল্‌লেন, "যাও তবে নারী, তুমি এখন মুক্ত—স্বাধীন। কিন্তু ভবিষ্যতে আর কখনো পাপের পথে পা বাড়িয়ো না।"

খৃষ্টের করুণায় হতভাগিনীর জীবন রক্ষা হয়ে গেল। সেও প্রতিজ্ঞা করলে, সে আর কখনো কোন অপরাধ করবে না—পবিত্র ভাবে জীবন কাটাবে।

খৃষ্টের করুণায় ও সুকৌশলে একটা জীবন বেঁচে গেল এবং তা' চিরদিনের জন্য পরিবর্ত্তিত হয়ে গেল বটে, কিন্তু সমগ্র ইহুদী-সমাজ, তথা ফরিশী-সম্প্রদায় ও যাজকগণ, তাঁকে সেজন্য প্রীতি ও ক্ষমার চোখে দেখতে পারে নাই। অপরাধিনী নারীর কাছে তাদের দম্ভ, তাদের বিধান ও কর্ত্তৃত্ব যে অক্ষুণ্ণ রইল না, এই হ'ল তাদের সবচেয়ে বড় ব্যথা ও প্রকাণ্ড অপমান। কাজেই খৃষ্টের গ্রেপ্তারে তারা যে আনন্দ ও স্বস্তি অনুভব করবে, এতে আর বিচিত্র কি?

মন্দিরের পবিত্রতা রক্ষা

দেব-মন্দিরের ব্যাপারেও খৃষ্টকে একবার হস্তক্ষেপ করতে হয়েছিল।

ইহুদী জাতির দেব-মন্দির—সে যেন পুরোহিত ও যাজক-সম্প্রদায়ের এক অতি-নিজস্ব ব্যাপার! কিন্তু যীশুখৃষ্ট তা' কোনদিনই স্বীকার করেন নি। নিজেকে তিনি ঈশ্বরের নিকটতম আত্মীয়—পুত্র ব'লে ঘোষণা ক'রে গেছেন; কাজেই ঈশ্বরের মন্দির, তাঁর পিতার গৃহ ব'লেই তিনি অনুভব করেছেন।

খৃষ্ট তাঁর তিরোধানের অল্প কিছুদিন পূর্ব্বে একদিন যিরুশালেমের স্বর্ণ-মন্দির পরিদর্শনে উপস্থিত হ'লেন। তিনি লক্ষ্য ক'রে দেখলেন, ঈশ্বরের পূজা-আরাধনায় যত না ভীড়, তার চেয়ে বেশী ভীড় হচ্ছে প্রাঙ্গণের দোকানগুলিতে।

তিনি বিস্মিত হ'লেন এই ভেবে যে, "কি আশ্চর্য্য! ঈশ্বরের পবিত্র গৃহ—যেখানে হবে শুধু তাঁর পূজা-আরাধনা, তাঁর নাম-কীর্ত্তন,—সেখানে কেমন ক'রে বাজার গ'ড়ে উঠেছে! লোকজন এখানে এসে আর ঈশ্বরের কথা—আমার পিতার কথা কেউ ভাবছে না—ভাবছে কেবল এই সব দোকানদারীর কথা, টাকা-পয়সা ও

লাভ-লোকসানের কথা। আর সবচেয়ে লজ্জার কথা হচ্ছে এই যে, বড়-বড় যাজকেরাও এই সব দোকানদারীতে জড়িত!"

বিরক্তি ও ঘৃণায় তাঁর সারা অন্তঃকরণ ভরপুর হয়ে গেল, ক্রমশঃ তাঁর হৃদয়ে হ'ল দারুণ ক্রোধের সঞ্চার।

মনে-মনে তখনই তিনি প্রতিজ্ঞা করলেন, "না, দেব-মন্দির—দেব-মন্দিরের মতই পবিত্র থাকবে। তার আশে-পাশে কোন লোভ—কোন পাপ—কোন টাকাকড়ির হাট-বাজার গ'ড়ে উঠতে পারবে না। আমি তা' কিছুতেই হ'তে দেব না।"

তিনি তখনই প্রাঙ্গণে ছুটে গেলেন। তারপর মুহূর্ত্ত-মধ্যে যে প্রলয়-কাণ্ড সঙ্ঘটিত হ'ল, তা' যেমন অবিশ্বাস্য, তেমনই দুঃসাহসিক।

তিনি তৎক্ষণাৎ ক্রেতা ও বিক্রেতা—সকলকেই সমভাবে ধাক্কা দিয়ে মন্দির-প্রাঙ্গণ হ'তে বা'র ক'রে দিতে লাগলেন। টাকা ভাঙ্গাবার পোদ্দারদের টেবিল ও চেয়ার সশব্দে দূরে নিক্ষেপ করলেন; বলির নিমিত্ত যারা পশু ও পাখী বিক্রয় করতে ব্যস্ত ছিল, তিনি তাদের সমস্ত পশু-পাখী ছেড়ে দিলেন এবং প্রহার ক'রে তাদের সকলকেই মন্দির-প্রাঙ্গণ হ'তে বা'র ক'রে দিলেন।

মন্দিরের যাজকগণ ছুটে এল খৃষ্টকে বাধা দিতে; কিন্তু খৃষ্ট তখন ধর্ম্মবলে বলীয়ান্, দেহে তাঁর অসীম শক্তি। সাধ্য কি কেউ তখন তাঁকে বাধা দেয়?

তিনি প্রহার করতে-করতে সকল বাধা-বিঘ্ন এড়িয়ে, মন্দির-প্রাঙ্গণ পরিষ্কার ক'রে ফেল্‌লেন। তারপর সদর্পে বল্‌লেন, "শাস্ত্রে কি একথা লেখা নেই যে, ঈশ্বর বলেছেন, 'আমার মন্দির সর্ব্বজাতির আরাধনার স্থান?'—কিন্তু তোমরা তাকে চোর-ডাকাতের লীলাক্ষেত্র ক'রে তুলেছ!"

খৃষ্টের এই কটূক্তি, এই তীব্র কটাক্ষ কেউ সইতে পারলে না—কেউ তাঁর সম্মুখে দাঁড়াতেও সাহস করলে না। কাজেই দেখতে-দেখতে ঈশ্বরের মন্দির হ'তে সমস্ত আবর্জ্জনা মুহূর্ত্ত-মধ্যে দূর হয়ে গেল—মন্দিরের কর্ত্তৃপক্ষ আর প্রতিবাদ করতে সাহসী হ'ল না।

সেদিন তারা সাহসী হয় নাই বটে, কিন্তু জীবনে কখনো তারা সে অপমান ভুলতে পারেনি। লোভী যাজক-সম্প্রদায় সেদিন ধর্ম্মের এই শাসন নত-মস্তকে মেনে নিলেও, তারা কোনদিনই তার বশ্যতা স্বীকার করে নাই। বরং তারা অপমানের তুষানলে দিনরাত পুড়ে মরছিল, আর গোপনে কেবলই সুযোগ খুঁজছিল,—কবে ও কেমন ক'রে তারা যীশুখৃষ্টের ধ্বংস-সাধন করবে!

কাজেই খৃষ্ট গ্রেপ্তার হয়েছেন, একথা শোনামাত্র তাদের হৃদয়ে যেন এক আনন্দের হিল্লোল বয়ে গেল। তারা স্থির করলে, "এইবার—এইবারই তাঁর শেষ। এবার আর খৃষ্টকে বাঁচ্‌তে দেওয়া হবে না।"

বিচার—প্রথম পর্ব্ব

সৈন্যরা খৃষ্টকে গ্রেপ্তার ক'রে প্রথমে নিয়ে গেল আন্নাস্ নামে এক পুরোহিতের কাছে। এক সময়ে তিনিই ছিলেন প্রধান পুরোহিত বা মহাযাজক। কিন্তু তখন মহাযাজক ছিলেন হাননের জামাতা কায়ফা।

হানন আগে হ'তেই খৃষ্টকে বিষ-নয়নে দেখেছিলেন। তিনি একদিন জামাতাকে বলেছিলেন, "এই একটা মাত্র লোকের জন্য ইহুদীদের অনিষ্ট হচ্ছে। যেমন ক'রে হোক্, একে দূর করতেই হবে।"

সেই হানন এবার খৃষ্টকে হাতের মুঠোয় পেয়েছেন! রাগে ও ঘৃণায় তাঁর চক্ষু লাল হয়ে উঠল।

তিনি খৃষ্টকে কতকগুলি প্রশ্ন করলেন। খৃষ্ট তাঁর গাম্ভীর্য্য ও শান্তভাব বজায় রেখে তার জবাব দিয়ে গেলেন। কিন্তু হানন তাতে কিছুমাত্র খুশী হ'লেন না,—

তিনি খৃষ্টকে হাতে-পায়ে বেঁধে জামাতা কায়ফার কাছে পুরোহিতদের বিচার-সভায় পাঠিয়ে দিলেন।

পুরোহিতদের এই সভার নাম ছিল 'সেন্‌হেড্রিন্‌'। সেন্‌হেড্রিনের সকলেরই ইচ্ছা খৃষ্টকে অভিযুক্ত করা হয় আর তাঁর প্রাণদণ্ডের আদেশ দেওয়া হয়। কিন্তু বিচার ছাড়া কেমন ক'রে তা' সম্ভবপর হয়? কাজেই তখন সুরু হ'ল এক বিচারের প্রহসন।

বিচারের জন্য মিথ্যা সাক্ষীর অভাব হ'ল না। তাদের কেউ বল্‌লে, খৃষ্ট বলেছেন যে, তিনি ইহুদীদের সমস্ত ধর্ম্ম-মন্দির চূর্ণ-বিচূর্ণ ক'রে ফেলবেন, তারপর তিন দিনের মধ্যে তা' নতুন ক'রে গড়িয়ে দেবেন।

কিন্তু খৃষ্টের বিরুদ্ধে এই মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে উঠে, সাক্ষীরা নিজেদের মধ্যেই অনেক কিছু গুলিয়ে ফেল্‌লে,— তারা পরস্পর-বিরোধী অনেক কথা বলতে আরম্ভ করলে।

মহাযাজক কায়ফা বড়ই বিপদে পড়লেন। তিনি দেখলেন যে, এমন ধরণের সাক্ষী দিয়ে তো সুবিধা কিছুই হ'ল না! তিনি তখন খৃষ্টের নিজ মুখ থেকে তাদের ধর্ম্মভাব-বিরোধী কোন কথা বা'র করতে পারেন কিনা, সেই চেষ্টায় তাঁকে প্রশ্ন করলেন, "তুমি নাকি নিজেকে 'ঈশ্বরের সন্তান' ব'লে দাবী ক'রে থাকো?"

খৃষ্ট বল্‌লেন, "সে তো দু'দিন পরেই প্রমাণিত হবে। স্বর্গের মেঘের উপর ঈশ্বর আর পাশে তাঁর সন্তান—অচিরেই এ দৃশ্য সবাই দেখতে পাবে।"

"বটে!" প্রধান যাজক কায়ফা রাগে আগুন হয়ে উঠলেন। ক্রোধে তিনি তাঁর গায়ের পোষাক টানতে-টানতে চীৎকার ক'রে উঠলেন, "বটে! তাহ'লে তো আর কোন সাক্ষী-প্রমাণের কিছুমাত্র দরকার নেই! আপনারা সবাই শুনেছেন আসামী কি বলছে! সে নিজেকে ঈশ্বরের সন্তান ব'লে দাবী করতে কিছুমাত্র ইতস্ততঃ করছে না! ধর্ম্ম-বিশ্বাসে আঘাত করবার পক্ষে এইটুকুই যথেষ্ট। আপনারা বলুন, কি এর উপযুক্ত শাস্তি?"

সমবেত কণ্ঠে সবাই চীৎকার ক'রে জানিয়ে দিলে, "মৃত্যু,—প্রাণদণ্ডই এর একমাত্র শাস্তি!"

কায়ফার ইচ্ছা হচ্ছিল, তিনি খৃষ্টের প্রাণদণ্ড ঘোষণা করেন। কিন্তু তখনই মনে হ'ল নিজেদের অসহায় অবস্থার কথা! প্রাণদণ্ডের আদেশ দেওয়ার ক্ষমতা কই? রোমের শাসনাধীন ইহুদীস্থানে, প্যালেষ্টাইনে—প্রাণদণ্ড দিবার একমাত্র অধিকারী রোম-সম্রাটের প্রতিনিধি পণ্টিয়াস্ পাইলেট্। তাঁর আদেশ ছাড়া সেখানে কারও

প্রাণদণ্ড হওয়া অসম্ভব! এত-বড় ইহুদী-মণ্ডলী 'সেন্‌হেদ্রিন্'‚—কিন্তু রোম-সম্রাটের শাসন অমান্য করে, তার এমন ক্ষমতা কই?

মহাযাজক কায়ফা চিন্তিত হ'লেন, তিনি বড়ই বিপন্ন বোধ করলেন।

যাহোক্, তখনই স্থির হ'ল, খৃষ্টকে পণ্টিয়াস্ পাইলেটের দরবারেই হাজির করা হবে—তারপর যেমন ক'রেই হোক্, তাঁর প্রাণদণ্ড মঞ্জুর করাতে হবেই।

এইভাবে ধর্ম্মধ্বজী ষড়যন্ত্রকারিগণ সারা জগতের উদ্ধারকর্ত্তা খৃষ্টকে পৃথিবী থেকে জন্মের মত বিদায় করবার জন্য যে মহা ষড়যন্ত্রের উদ্যোগ-আয়োজন করলেন, আজ তা' পৃথিবীর সবচেয়ে বড় কলঙ্ক ও নির্ম্মম পাশবিকতা ব'লে পরিচিত হয়ে আছে।

বিচার—দ্বিতীয় পর্ব্ব

পণ্টিয়াস্ পাইলেট্ তাঁর সিংহাসনে ব'সে আছেন, তাঁর সম্মুখে বন্দীবেশে খৃষ্ট, আর গর্ব্বস্ফীত যাজকগণ।

পাইলেট্ জিজ্ঞেস করলেন, "এর বিরুদ্ধে কি তোমাদের অভিযোগ?"

যাজকগণ এবার আগে হ'তেই সঙ্কল্প ক'রে এসেছিল

যে, খৃষ্টের বিরুদ্ধে এমন অভিযোগ আনতে হবে, যাতে বিদেশী শাসক তাঁকে সাজা দিতে স্বতঃই উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠেন! কেবল ধর্ম্মের কথা বল্‌লে তো কিছু হবে না। কারণ, খৃষ্ট ইহুদীদের ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ কোন মত পোষণ করেন, কি করেন না,—তাই নিয়ে বিদেশী শাসক তাঁর মাথা ঘামাবার কোন প্রয়োজন বোধ করবেন না। তাই তারা বল্‌লে, "ধর্ম্মাবতার! এই আসামী আমাদের জাতটার মধ্যে একটা বিশৃঙ্খলা-সৃষ্টির চেষ্টা করছে। সে বলে যে, সে নাকি ইহুদীদের রাজা; এই ব'লে সে রোম-সম্রাটের প্রাপ্য কর-প্রদানে সবাইকে নিষেধ ক'রে দিচ্ছে।"

পাইলেট্ খৃষ্টকে জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি নাকি নিজকে রাজা ব'লে ঘোষণা করছ?"

খৃষ্ট ধীরভাবে উত্তর দিলেন, "আমার রাজ্য এই পৃথিবীর কিছু নয়, এখানে আমার কোন রাজ্য নাই।"

পাইলেট্ তখন ইহুদী যাজকদিগকে সম্বোধন ক'রে বল্‌লেন, "কই, আমি তো এর বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ দেখতে পাচ্ছি না!"

যাজকের দল সমস্বরে চীৎকার ক'রে বল্‌লে, "ধর্ম্মাবতার! এই বন্দী সবাইকে রাজদ্রোহে উত্তেজিত ক'রে তুল্‌ছে। সে গালিল হ'তে এই যিরুশালেম

পর্য্যন্ত—সব জায়গায় জনসাধারণকে ক্ষেপিয়ে তুলতে চেষ্টা করছে।"

গালিলের নাম শুনে পাইলেটের একটা কথা মনে হ'ল। তাঁর মনে হ'ল গালিলের রাজা হেরোদ্ তখন যিরুশালেমেই অবস্থান করছেন। কাজেই তিনি নিজে এর বিচার না ক'রে, সমস্ত দায়িত্ব এর রাজার হাতে ছেড়ে দিতে চাইলেন। তিনি তখন খৃষ্টকে রাজা হেরোদের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। মনে-মনে ভাবলেন, "রাজা হেরোদ্ই এর বিচার করুন। ইচ্ছা হয় শাস্তি দিন, নয় তো ছেড়ে দিন। এ ব্যাপারে আমার হাত না দেওয়াই ভালো।"

খৃষ্ট সম্পর্কে অনেক অলৌকিক কথাই রাজা হেরোদ্ শুনেছিলেন। সুতরাং এখন তাঁকে হাতে পেয়ে, তিনি বিদ্রূপ ও রসিকতার ছলে অনেক কিছুই তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন। কিন্তু খৃষ্ট তাঁর বিদ্রূপের স্পৃহা লক্ষ্য ক'রে তাঁর প্রশ্নের কোন জবাবই দিলেন না—নীরবে সব কিছু সহ্য করলেন।

রাজা হেরোদ্ বড়ই অপমানিত বোধ করলেন। খৃষ্টের উপেক্ষায় তিনি যার-পর-নাই ক্রুদ্ধও হ'লেন। তিনি তখন খৃষ্টকে আরও বেশী ঠাট্টা-বিদ্রূপ ক'রে, তাঁকে যেন

বোকা বানিয়ে তুল্‌লেন। তারপর তাঁকে একটা সাদা পোষাকে সাজিয়ে, পুনরায় রাজপ্রতিনিধি পাইলেটের কাছে পাঠিয়ে দিলেন।

তিনি যে বিচারের ভান ক'রে খৃষ্টকে কোন কঠিন দণ্ডে দণ্ডিত করবেন, সেরূপ সাহসও তাঁর হ'ল না।

ন্যায়ের সম্মুখে অন্যায় এমনই ভাবে নত হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে, জগতের এই এক চিরন্তন রীতি।

বিচার—তৃতীয় পর্ব্ব

খৃষ্টকে পুনরায় পাইলেটের দরবারে উপস্থিত করা হ'ল। পাইলেটের বুঝতে বাকি রইল না যে, ইহুদী যাজকেরা কেবল হিংসার বশবর্ত্তী হয়ে এর মৃত্যুদণ্ড কামনা করছে।

তিনি তাদের পরীক্ষা করবার জন্য বল্‌লেন, "তোমাদের প্রচলিত রীতি অনুসারে আমি বন্দীদের যে কোন একজনকে মুক্তি দিতে পারি। বন্দীদের একজন এই খৃষ্ট, আর একজনের নাম বারাব্বাস্। সে একজন খুনে আসামী। তোমরা বল, এদের মধ্যে আমি কাকে মুক্ত করতে পারি, আর কার সাজা তোমরা চাও?"

যাজকদল তখন হিংসায় উন্মত্ত, ঘৃণা-লজ্জা পর্য্যন্ত তারা বিসর্জ্জন দিয়ে বসেছে। তারা বল্‌লে, "বারাব্বাস্‌কে

ছেড়ে দিন ; কিন্তু খৃষ্টকে ছাড়া হবে না, তাকে চরমদণ্ডে দণ্ডিত করুন।”

এতক্ষণ তবু যেটুকু সন্দেহ ছিল, এইবার যাজকদের এই কথায় তা’ পরিষ্কার হয়ে গেল। তিনি বুঝলেন, যাজকের দল সত্যই খৃষ্টের মৃত্যু প্রার্থনা করছে। কিন্তু খৃষ্টকে মৃত্যুদণ্ডের মত এত-বড় একটা চরম দণ্ডে দণ্ডিত করতে তবু তাঁর ইচ্ছা হ’ল না।

তিনি বললেন, “আমি এর বিরুদ্ধে আনীত সমস্ত অভিযোগই শুনেছি। তবু মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করবার মত কোন অপরাধ আমি এর খুঁজে পাচ্ছি না। কাজেই, আমি একে বেশ্ কয়েক ঘা প্রহার দিয়ে বিদেয় ক’রে দিচ্ছি।”

এই ব’লে তিনি সৈন্যদের ডেকে তাঁকে প্রহারের আদেশ দিলেন। তৎক্ষণাৎ একদল সৈন্য এসে খৃষ্টকে নির্দ্দিষ্ট স্থানে নিয়ে গেল ; তারপর তাঁর উন্মুক্ত পৃষ্ঠে নির্ম্মম ভাবে প্রহার করতে লাগল।

সৈন্যরা তাঁর মাথায় কাঁটার মুকুট পরিয়ে দিল, একজন এসে তাঁর হাতে একটা শরগাছ গুঁজে দিয়ে বিদ্রূপ ক’রে বললে, “কিগো, তুমি নাকি ‘ইহুদীদের রাজা’ হয়েছ ? এইবার তার উপযুক্ত পোষাক পেলে! বাঃ, বেশ দেখাচ্ছে তোমায়! মাথায় রাজ-মুকুট, হাতে রাজদণ্ড।

এখন তবে প্রণাম করি রাজা-বাহাদুর!" এই ব'লে বিদ্রূপের ভঙ্গীতে এগিয়ে এসে, তাঁকে কুর্ণিশের ধরণে অভিবাদন করলে। কোন-কোন সৈন্য তাঁর চোখে-মুখে থুথু দিয়ে চূড়ান্ত অপমানের দৃষ্টান্ত দেখাতেও ত্রুটী করলে না।

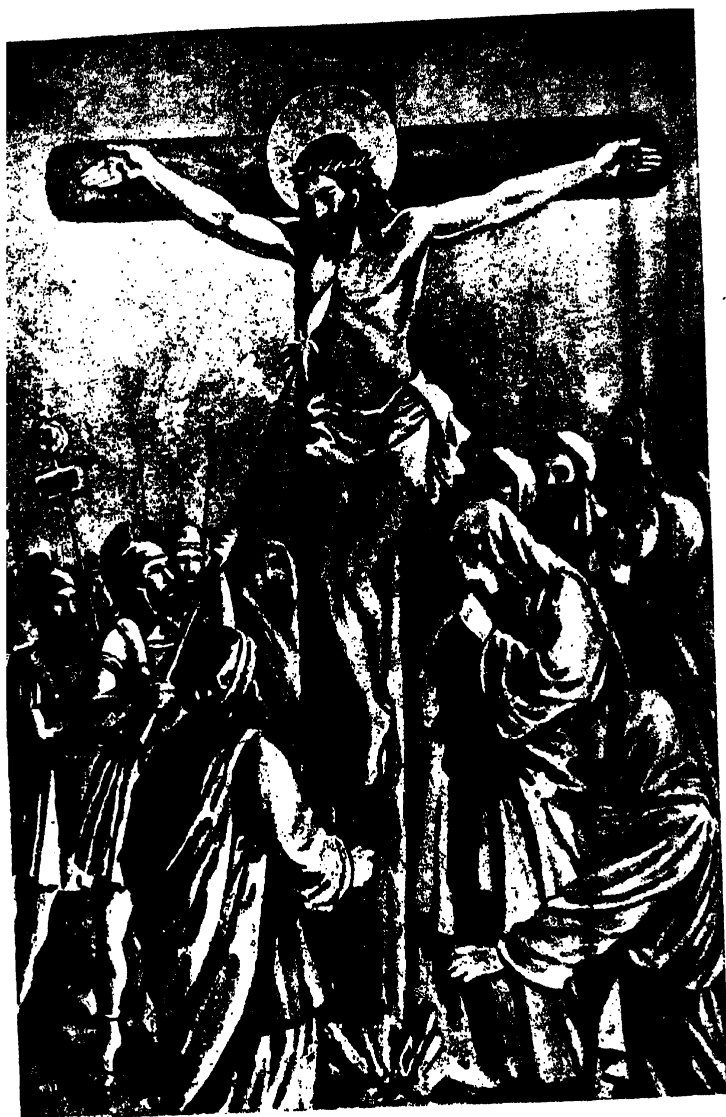
খৃষ্ট নীরবে সমস্তই সহ্য ক'রে গেলেন—যন্ত্রণার একটু কাতর শব্দও তাঁর মুখ থেকে বেরুল না।

এইভাবে কিছুক্ষণ অকথ্য নির্ম্মম অত্যাচারের পর খৃষ্টের দেহের অবস্থা এমন হ'ল যে, তা' দেখলে অতি-বড় পাষণ্ডও বুঝি করুণায় গ'লে যায়!

পাইলেট্ ভাবলেন, এইবার যদি আসামীকে ঐ যাজকদের কাছে উপস্থিত করা যায়, তা হ'লে নিশ্চয়ই কেউ আর এর মৃত্যুদণ্ড প্রার্থনা করবে না। এই ভেবে তিনি আদেশ দিলেন, "আসামীকে দরবার-ঘরের সামনে, সিঁড়ির ওপর নিয়ে এসো।"

বিচার—শেষ পর্ব্ব

রাজ-প্রতিনিধি পণ্টিয়াস্ পাইলেটের অনুমান খুব অসঙ্গত না হ'লেও, তা' যে প্রকাণ্ড ভুল, সেকথা একটু পরেই প্রমাণ হয়ে গেল।



প্রেমাবতার যীশুখৃষ্ট—শেষ নিঃশ্বাস [পৃঃ—৮

খৃষ্টের সর্ব্বশরীরে তখনও অজস্র রক্তধারা, সর্ব্বাঙ্গ ক্ষত-বিক্ষত। মাথায় তাঁর কণ্টকের রাজ-মুকুট। অত্যাচারের পেষণে সেই মুকুটের প্রত্যেকটি কাঁটা তাঁর মাথার চামড়া ভেদ ক'রে ভিতরে ব'সে গিয়েছিল! হাতে তাঁর বিদ্রূপের রাজদণ্ড—সুদীর্ঘ শর! তখনো তাঁর পবিত্র চোখে-মুখে অত্যাচারীর নিষ্ঠীবন-চিহ্ন ফুটে রয়েছে! শত অত্যাচার ও লাঞ্ছনায় তাঁর ক্ষীণ দেহ এলিয়ে পড়েছে, যেন চির-বিশ্রামের কামনায় তা' উন্মুখ!'

সৈন্যগণ তাঁকে নিয়ে এল দরবার-গৃহের সম্মুখে বারান্দায়! পাইলেট্ তাঁকে দেখিয়ে সেই উত্তেজিত জন-সমুদ্রকে সম্বোধন ক'রে বল্‌লেন, "তোমরা দেখ,—কি এর অবস্থা হয়েছে, তা' দেখ। আমি এর প্রাণদণ্ডের কোন কারণ খুঁজে পাচ্ছি না!"

ধর্ম্মান্ধ যাজক ও ইহুদীগণ তখনো প্রতিহিংসায় আত্মহারা! খৃষ্টের সেই অবস্থাও তাদের মনে কিছুমাত্র করুণার সঞ্চার করলে না। যাজকগণ চীৎকার ক'রে বল্‌লে, "না, না,—এর মুক্তি নেই। এ কখনো মুক্তি পেতে পারে না। একে হত্যা করুন, ক্রুশে বিঁধিয়ে হত্যা করুন। এ ধর্ম্মদ্রোহী—এ রাজদ্রোহী।

আপনি রাজ-প্রতিনিধি; রোম-সম্রাটের শাসন অক্ষুণ্ণ

থাক্‌তেও এ লোকটা নিজেকে 'ইহুদীদের রাজা' ব'লে ঘোষণা ক'রে বেড়ায়। এর এই রাজদ্রোহিতার যদি বিচার না করা হয়, তা হ'লে আপনার পক্ষেও সম্রাট্‌ সিজারের প্রতি কর্ত্তব্য-পালন করা হবে না। কাজেই একে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করুন—একে ক্রুশে বিদ্ধ করুন।"

পাইলেট্‌ এবার চিন্তিত হ'লেন। শুধু ধর্ম্ম-লঙ্ঘনের অভিযোগ হ'লে, তিনি তা' উপেক্ষা করতে পারতেন। কিন্তু এ যে রাজদ্রোহের অভিযোগ। তিনি খৃষ্টকে তাঁর স্বপক্ষে কিছু বলবার জন্য কত অনুরোধ করলেন! কিন্তু খৃষ্ট তখন নির্ব্বাক্‌! তিনি যেন ধ্যানমগ্ন সন্ন্যাসীর মত আত্ম-সমাহিত! একটি কথাও তিনি বল্‌লেন না।

ধর্ম্মান্ধ যাজকগণ আবার চীৎকার ক'রে উঠল, "আসামী রাজদ্রোহী। সম্রাট্‌ সিজারের বিশ্বস্ত প্রতিনিধি হিসাবে আপনি একে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করতে বাধ্য। এ কখনো মুক্তি পেতে পারে না, আপনি ক্রুশে বিদ্ধ করবার হুকুম দিন।"

পাইলেট্‌ পুনরায় চিন্তিত হ'লেন। তিনি স্পষ্টই বুঝতে পেরেছিলেন যে, খৃষ্টকে এরা মারতেই চায়। তাই এরা এর বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের অভিযোগ চাপিয়ে দিচ্ছে। এই অভিযোগ সত্ত্বেও পাইলেট্‌ যদি আসামীকে মুক্তি দেন,

তাহ'লে হয়তো রোমের রাজ-দরবার পর্য্যন্ত এদের আবেদন-নিবেদন চলবে। তার ফলে, সম্রাট্ হয়তো পণ্টিয়াস্ পাইলেট্‌কে সন্দেহ করতে পারেন ; আর ভাল ক'রে কিছু বুঝবার চেষ্টা না ক'রেই তাঁকে সাজা দিয়ে বসবেন।*

কাজেই তিনি আর নিজের কাঁধে বিপদের ঝুঁকি রাখতে চাইলেন না—খৃষ্টকে দণ্ড দিতেই মনস্থ করলেন। কিন্তু তবু এমন একজন নির্দ্দোষ লোককে নিজে সাজা দিতে ইতস্ততঃ করলেন।

যাজকদের সম্বোধন ক'রে তিনি বল্‌লেন, "বেশ, তবে তাই হোক্। কিন্তু ধর্ম্ম সাক্ষী—এর রক্তপাতের দায়িত্ব আমার নিজের নয়, সে দায়িত্ব তোমাদের।"

সমবেত জনসঙ্ঘ চীৎকার ক'রে উঠল, "হাঁ, হাঁ,—সেজন্য আমরা দায়ী, আমাদের বংশধররা পর্য্যন্ত দায়ী।"

পণ্টিয়াস্ পাইলেট্ তখন খুনে আসামী বারাব্বাস্‌কে মুক্ত ক'রে খৃষ্টকে সেই উন্মত্ত যাজকমণ্ডলীর হাতে ছেড়ে দিলেন। তৎক্ষণাৎ ক্ষুধার্ত্ত হিংস্র নেকড়ের মত ধর্ম্মান্ধ ইহুদীরা, উৎপীড়িত ও ক্ষীণদেহ খৃষ্টের উপর একসঙ্গে লাফিয়ে পড়ল। সঙ্গে-সঙ্গে অধর্ম্মের কাছে ধর্ম্মের আত্ম-বিসর্জ্জন জগতে সূচিত হয়ে উঠল।

খৃষ্টের মৃত্যু

সে সময় যারা নরহত্যা করত বা ভয়ানক মন্দ কাজ করত, তাদের ক্রুশে পেরেক দিয়ে হাত-পা গেঁথে টাঙিয়ে দেওয়া হ'ত। খৃষ্টকে তারা সেই ভাবে দণ্ডিত করলে। তখনকার নিয়মে যাকে ক্রুশে দেওয়া হ'ত, তাকেই ঐ ভারী কাঠের ক্রুশ কাঁধে ক'রে বয়ে নিয়ে যেতে হ'ত। খৃষ্টকেও নিজের ক্রুশ বয়ে নিয়ে যেতে হ'ল। তাঁর পেছনে তাঁর শত্রুরা নানারকমের টিট্‌কারী দিতে-দিতে চল্‌ল।

নগরের উত্তর দিকে কার্লভেরী পাহাড়। সেই পাহাড়ে পৌঁছে রোমীয় সৈনিকরা তাঁর হাত-পা পেরেক দিয়ে ক্রুশে গেঁথে তাঁকে টাঙ্গিয়ে দিলে। তাঁর রক্তাক্ত দেহ স্বর্গ ও মর্ত্ত্যের সন্ধিস্থলে শূন্যপথে ক্রুশের উপর অবস্থান করতে লাগল।

নির্ম্মম অত্যাচারীর দল সেদিন তাঁকে সাধারণ সম্মান-টুকু পর্য্যন্ত দেয় নাই। দু'টি ঘৃণিত অপরাধী—চোরের সঙ্গে তাঁকে ক্রুশবিদ্ধ ক'রে সেদিন তারা চরম অপমানের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করেছিল।

তাদের একজনকে রাখা হ'ল তাঁর বাঁ-দিকে, আর একজন ডান-দিকে। খৃষ্টকে তাদের মাঝখানের ক্রুশে

বিদ্ধ ক'রে জগতের কাছে তারা সেদিন তাঁকে ঘৃণা ও উপহাসের পাত্র প্রমাণ করতে প্রয়াসী হয়েছিল।

খৃষ্ট অকথ্য যন্ত্রণা সহ্য করতে-করতে প্রশান্ত বদনে ঈশ্বরকে উদ্দেশ ক'রে বল্‌লেন, "হে পিতঃ! যারা আজ আমাকে ক্রুশে দিয়েছে, তাদের ক্ষমা করো। কারণ, কি যে এরা করছে তা' এরা বুঝতে পারছে না!"

এই করুণ দৃশ্য দেখে অনেক লোক চোখের জল রাখতে পারল না। স্ত্রীলোকেরা আর্ত্তস্বরে চীৎকার ক'রে কাঁদতে লাগল।

খৃষ্টের জননীও সেখানে দাঁড়িয়ে ছিলেন। খৃষ্ট তাঁর শিষ্য যোহনকে সেখানে দেখতে পেয়ে মাকে দেখিয়ে বল্‌লেন, "ঐ দেখ তোমার মা।" আর শিষ্য যোহনকে দেখিয়ে জননীকে সম্বোধন ক'রে বল্‌লেন, "ঐ দেখ তোমার পুত্র।"

এর কিছুক্ষণ পরে দস্যুদের একজন খৃষ্টকে ঠাট্টা ক'রে বল্‌ল, "তুমি ত' অনেক আশ্চর্য্য কাজ করতে! এখন নিজেকে ও আমাদের বাঁচাও না কেন!" এই ব'লে সে তাঁকে নানারকম ঠাট্টা করতে লাগল।

কিন্তু অন্য দস্যুটি তাকে ধমক দিয়ে বল্‌ল, "কেন তুমি এই সাধু পুরুষকে এমন সব অনর্থক কথা বলছ? আমরা

ত' নিজের দোষের জন্যই কষ্ট পাচ্ছি; কিন্তু ইনি ত' কিছুই করেন নি, তবু এই শাস্তি পাচ্ছেন।" তারপর সে খৃষ্টকে বল্‌ল, "প্রভু, আপনি যখন স্বর্গে যাবেন, আমাকে স্মরণ করবেন।"

খৃষ্ট বল্‌লেন, "তুমি আজই আমার সঙ্গে ঈশ্বরের কাছে যাবে।" তখন তিনি ঈশ্বরকে উদ্দেশ ক'রে বল্‌লেন, "হে পিতঃ, তোমার হাতেই আমাকে সমর্পণ করছি।"

তারপর সবই নীরব। কিন্তু সে কেবল কিছুক্ষণের জন্য! সেই মুহূর্ত্তে ভয়ানক ভূমিকম্প হ'ল, আকাশ অন্ধকার হয়ে গেল, পৃথিবী এক অদ্ভুত ভাব ধারণ করল।

সকলে এই সব অদ্ভুত ঘটনা দেখে ভীত হ'ল, তাদের কেউ-বা বল্‌ল, "সত্যিই ইনি ঈশ্বরের অবতার ছিলেন! তা' নইলে কি এমন একটা ঘটনা হয়?"

উৎপীড়িত ধর্ম্ম তার নিজের বুকে অধর্ম্মের লাঞ্ছনা সহ্য ক'রে গেলেও, জগতের যিনি পিতা, তিনি তা' সহ্য করেন না কোনদিন। তাঁর ক্রোধ ও বিরক্তি সর্ব্বত্রই ফুটে ওঠে।

মৃত্যুঞ্জয়ী খৃষ্ট

শুক্রবার দিন খৃষ্টের মৃত্যু হয়। মৃত্যু হবার পর তাঁর কয়েকজন ভক্ত রোমীয় শাসনকর্ত্তা পাইলেটের অনুমতি

নিয়ে ক্রুশ থেকে খৃষ্টের মৃতদেহ নামিয়ে নিলেন, আর কাছেই এক বাগানে সমাহিত করলেন। তখনকার দিনে পাহাড়ের গর্ত্তে মৃতদেহ রাখা হ'ত ও তার ওপর একটি পাথর ঢাকা দেওয়া হ'ত।

ইহুদী নেতারা এই মহাপুরুষকে অন্যায় ভাবে হত্যা ক'রেও ভয়ের হাত হ'তে নিস্তার পায়নি। তারা রোমীয় শাসকের কাছে গিয়ে বল্‌ল, "এ লোকটি যখন জীবিত ছিল তখন বলেছিল, সে তৃতীয় দিনে সমাধি থেকে উঠবে। অতএব আপনি প্রহরী দিয়ে এই সমাধি রক্ষা করুন যাতে তার শিষ্যরা সমাধি থেকে মৃতদেহ চুরি ক'রে নিয়ে যেতে না পারে, বা মিথ্যা কথা রটনা ক'রে দিতে না পারে যে, মৃত্যুর পরেও খৃষ্ট পুনরুত্থান করেছেন।"

তাদের ইচ্ছামত প্রহরীর বন্দোবস্ত তখনই মঞ্জুর হয়ে গেল।

তৃতীয় দিন ভোরবেলা সহসা এক প্রচণ্ড ভূমিকম্প! সেই ভূমিকম্পে সমস্ত ঘরবাড়ী থর্‌থর্ ক'রে কেঁপে উঠল। আর সেই মুহূর্ত্তে সমাধি-স্থলে হ'ল এক অপূর্ব্ব কাণ্ড।

খৃষ্টের কবরের ওপরে যে পাথরখানা ছিল, তা স'রে গেল,—আর ভিতর থেকে বেরিয়ে এলেন খৃষ্ট! কিন্তু এখন আর তাঁর সেই আগেকার চেহারা নাই! তাঁর

উৎপীড়িত অবসন্ন মুখমণ্ডল এক অপূর্ব্ব দীপ্তিতে উদ্ভাসিত, তাঁর সারাদেহে তখন যেন আলোকের বিচ্ছুরণ! তাঁর আবির্ভাবের সঙ্গে-সঙ্গে আকাশ থেকে নেমে এল এক দেবদূত! মনে হ'ল, সে-ও যেন এক আলো-কণা!

মাত্র দু'দিন আগে যাঁকে কবর-মধ্যে সমাহিত করা হয়েছে, তাঁর এই আবির্ভাবে সমাধি-রক্ষক রোমীয় সৈন্যগুলো ত' ভয়ে ও বিস্ময়ে স্তব্ধ! তারা একবার, দু'বার তাঁর দিকে তাকাতে চেষ্টা ক'রেই জ্ঞান হারিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।

যা হোক্ জ্ঞান যখন হ'ল, তখনো তারা দেখে সেই দৃশ্য! তারা দেখলে খৃষ্ট শান্ত নির্ব্বিকার ভাবে কবরের পাথরখানার ওপর ব'সে আছেন!

প্রহরী সৈন্যরা আর মুহূর্ত্তমাত্র দেরী করল না, তারা তৎক্ষণাৎ সহরের দিকে ছুটে গেল, তারপর এক নিঃশ্বাসে এই অদ্ভুত খবর সবাইকে ব'লে বেড়াতে লাগল।

খৃষ্ট যে সেদিন পুনরুত্থান করবেন, একথা তাঁর শিষ্যেরা প্রায় সকলেই ভুলে গিয়েছিল; কিন্তু মরিয়ম্ নামে তাঁর এক শিষ্যা তা' মনে রেখেছিলেন। কাজেই তিনিও ঠিক সেই তৃতীয় দিন, অর্থাৎ রবিবার ভোর-বেলা খৃষ্টের সমাধি-স্থলের উদ্দেশে বাড়ী থেকে বেরিয়ে-

ছিলেন। কিন্তু খৃষ্টের সমাধির কাছে উপস্থিত হ'য়ে দেখলেন, সমাধির মুখের পাথর কে সরিয়ে ফেলেছে—আর তা' একেবারেই খালি!

তিনি তখনই ছুটে গিয়ে অন্য সকল শিষ্যকে খবর দিলেন যে, কেউ প্রভুর মৃতদেহ সরিয়ে ফেলেছে! কারণ, তাঁর ধারণা হয়েছিল যে, প্রভুর শত্রুরাই একাজ করেছে!

মরিয়মের এ কথা শুনে পিতর্ ও যোহন দৌড়ে সমাধির কাছে এলেন। তাঁরাও দেখলেন, সমাধি একেবারে শূন্য, তার ভিতর শুধু কাপড়-চোপড় প'ড়ে আছে। তাঁরা নিরাশ হয়ে বাড়ী ফিরে এলেন। মরিয়ম্ কিন্তু সমাধির পাশে ব'সেই কাঁদতে লাগলেন। কিছুক্ষণ পরে হঠাৎ তিনি দেখতে পেলেন দু'জন স্বর্গদূত তাঁর সামনে!

তাঁরা বল্‌লেন, "তুমি কাঁদ্‌ছ কেন?"

তিনি বল্‌লেন, "লোকেরা আমার প্রভুকে এখান থেকে নিয়ে গেছে, কোথায় রেখেছে জানি না!"

এই সময়ে পিছনের দিকে তাকিয়েই মরিয়ম্ খৃষ্টকে দেখতে পেলেন, কিন্তু তাঁকে চিনতে পারলেন না।

খৃষ্ট জিজ্ঞাসা করলেন, "নারী, তুমি কার খোঁজ করছ?"

মরিয়ম্ তাঁকে সেই বাগানের মালী ভেবে বল্‌লেন,

"তুমি কি আমার প্রভুকে দেখেছ? তুমি কি তাঁকে লুকিয়ে রেখেছ?"

খৃষ্ট উত্তরে শুধু গম্ভীর ভাবে তাঁকে ডাক্‌লেন, বললেন, "মরিয়ম্!"

শুধু এই একটি কথাতেই তিনি তাঁর প্রভুকে চিনতে পারলেন আর তাঁর পায়ের কাছে আত্মহারা হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন।

তারপর জ্ঞান হ'লে মরিয়ম্ ছুটে যেয়ে এই আনন্দের খবর সকল শিষ্যদের জানিয়ে দিলেন।

পুনরুত্থান ও স্বর্গারোহণ

খৃষ্ট মৃতদের মধ্য হ'তে উঠেছেন, এ বার্ত্তায় প্রত্যেক শিষ্যের মনে অভূতপূর্ব্ব আনন্দের সঞ্চার হ'ল। খৃষ্টকে হারিয়ে তাঁরা সকলেই উৎসাহ হারিয়ে ফেলেছিলেন। এখন এই অভূতপূর্ব্ব ঘটনায় তাঁদের মনে আবার আশা ও উৎসাহের সঞ্চার হ'ল।

একদিন শিষ্যেরা এক ঘরের মধ্যে একত্র হয়েছেন এমন সময়ে হঠাৎ খৃষ্ট তাঁদের মধ্যে উপস্থিত হয়ে বল্‌লেন, "তোমাদের মধ্যে শান্তি হোক।"

সকল শিষ্য তাঁর দর্শনে আনন্দে আত্মহারা হ'লেন,

তাঁদের যেন নূতন জীবন লাভ হ'ল। এইভাবে খৃষ্ট তাঁর মৃত্যুর পর চল্লিশ দিন যাবৎ এ জগতেই ছিলেন ও মাঝে-মাঝে শিষ্যদের দেখা দিয়েছেন। এইবার তাঁরা সকলেই বুঝতে পারলেন, খৃষ্ট মৃত্যুকে জয় ক'রে উঠেছেন।

যিরুশালেমের কাছে ছিল জৈতুন পাহাড়। তিনি একদিন সকল শিষ্যকে সেখানে একত্র হ'তে বল্‌লেন। কারণ, তাঁর বারজন শিষ্য ছাড়া আরো অনেক শিষ্য ছিলেন যাঁরা কোনদিন তাঁর দর্শন পাননি।

এখানে প্রায় পাঁচশত লোক একত্র হয়েছিল। সকলকে তিনি তাঁর মধুর বচনের দ্বারা আশ্বাস দিলেন আর বল্‌লেন, "আমার অবর্ত্তমানে তোমরা নিরুৎসাহ হয়ো না; আমার আদেশগুলো পালন করো, আমি যুগের শেষ পর্য্যন্ত তোমাদের সকলের সঙ্গে-সঙ্গেই থাক্‌ব।"

শেষবার তিনি তাঁর সমস্ত শিষ্যকে বৈথনিয়াতে দেখা দিলেন। এখানে আবার তিনি তাঁর সকল শিষ্যকে প্রেমের বাণী শোনালেন ও তদনুসারে কাজ করতে আদেশ করলেন। এর পর তিনি হাত তুলে সকলকে আশীর্ব্বাদ করতে-করতে স্বর্গে চ'লে গেলেন।

শিষ্যগণ সকলে একদৃষ্টে চেয়ে রইলেন, আর ঠিক

সেই সময় একখণ্ড মেঘ এসে তাঁকে আড়াল ক'রে ফেল্‌ল, আর তাঁকে দেখা গেল না।

শিষ্যরা ব্যাকুল হয়ে আকাশের দিকে চেয়ে রয়েছেন, এমন সময় স্বর্গদূত তাঁদের সামনে দেখা দিয়ে বল্‌লেন, "আর কেন? তোমরা আর কেন স্বর্গের দিকে তাকিয়ে আছ? তোমরা নিরুৎসাহ হয়ো না, এখন হ'তে পৃথিবীতে থেকে তাঁর আদেশমত কাজ ক'রে যাও।"

একথা শুনে তাঁরা আশ্বস্ত হয়ে নিজ-নিজ স্থানে ফিরে গেলেন।

খৃষ্ট তাঁর জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত আপনাকে পরের সেবায় বিলিয়ে দিয়েছেন। অমানুষিক অত্যাচারের মধ্যেও তিনি অটল ধৈর্য্য দেখিয়ে গেছেন। জীবনে যা' কিছু মহৎ শিক্ষা, তাই তিনি নিজের জীবনে ও কার্য্যে প্রকাশ ক'রে গেছেন। এইভাবে পৃথিবীর কাজ শেষ ক'রে অবশেষে পাপীদের জন্য তিনি নিজের জীবন উৎসর্গ করেছেন।

তাঁর অপূর্ব্ব আশ্বাস-বাণী—প্রায় দু'হাজার বছর পরে আজও প্রত্যেক নর-নারীর হৃদয়ে সান্ত্বনার অমৃত-ধারা ঢেলে দিচ্ছে।

—শেষ—